ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-141 ■ 27 February, 2025 ■ আগরতলা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রতীক্ষা ১৪৪ বছরের

## রেকর্ড গড়ে শেষ হল মহাকুম্ভ ৬৬ কোটির বেশি মানুষের পুণ্যস্নান

**প্রয়াগরাজ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।।** রেকর্ড গড়ল প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ। বুধবার মহাকুম্ভ মেলার অন্তিম দিনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ৬৬ কোটির বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও বিজেপি সাংসদ রবি কিষান মানসরোবর মন্দির, মুক্তেশ্বর নাথ শিব মন্দির এবং মহাদেব ঝাড়খণ্ডি মন্দিরে প্রার্থনা করছেন।

পরে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'আমি মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। রাজ্যের প্রতিটি শিবালয়ে ভক্তদের বিশাল সমাগম দেখা যাচ্ছে, মহাকুম্ভ আজ শেষ হচ্ছে, প্রায় ৬৬ কোটি ভক্ত ত্রিবেণীতে আস্থার ডুব দিয়েছেন এবং সমগ্র দেশকে একতার বার্তা দিয়েছেন।'ইতিহাসের সাক্ষী থাকল উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা। মহাকুম্ভ মেলায় অংশ নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে ইতিমধ্যেই পুণ্যস্নান করেছেন ৬৩ কোটিরও বেশি ভক্ত। দেশ ও বিদেশ থেকে আগত কোটি কোটি ভক্ত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। মহাকুম্ভ মেলা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে নিজস্ব অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। বুধবারই মহাকুম্ভ মেলার অন্তিম দিন। মহাশিবরাত্রির পবিত্র দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে চতুর্থ অমৃত স্নান করেছেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। আকাশ থেকে হেলিকপ্টারে পুণ্যার্থীদের ওপর পুষ্পবর্ষণ করা হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল মহাকুম্ভ মেলা, টানা ৪৫ দিন ধরে চলেছে পুণ্যস্নান।

বুধবার গোরক্ষনাথ মন্দিরের কন্টোল রুম থেকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে মহাশিবরাত্রির শেষ অমৃত স্নানের ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তে তদারকি করেন। এদিন ভোর চারটে নাগাদ কন্টোল রুমে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেই কন্টোল রুম থেকে শীর্ষ আধিকারিকদের বিভিন্ন নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, তিনি গোরক্ষপুরে থাকার জন্য গোরক্ষনাথ মন্দিরেই একটি কন্টোল রুম তৈরি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মহাকুম্ভ নগর সহ প্রয়াগরাজে ভক্তদের ভিড়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার লাইভ ফিড দেখেন। বুধবার ভক্তরা যাতে ত্রিবেণী সঙ্গমে নির্বিঘ্নে পুণ্যস্নান করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে তদারকি করেন এদিন।

"এক দেশ এক নির্বাচন" শীর্ষক আলোচনায়

## দেশের অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** 'এক দেশ এক নির্বাচন' হলে কালো টাকা খরচ করে নির্বাচনে যেসব রাজনৈতিক দল লড়াই করে সেটি বন্ধ হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর হিসাববিহীন তহবিল প্রসমিত হবে। বাড়বে জিডিপি, এমনকি নির্বাচন খাতে খরচও কমবে সরকারের। এই প্রক্রিয়ায় অর্থনীতি ও গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক সুদৃঢ় হবে। আজ আগরতলা রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত 'এক দেশ এক নির্বাচন' শীর্ষক আলোচনা সভায় এমনটাই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

'এক দেশ এক নির্বাচন' নীতি আনতে চাইছে সরকার। ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় এই বিল পেশ করেন। এই এক দেশ একই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মনোভাব এবং তাদের চিন্তাধারা জানতেই এই সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী 'এক দেশ এক নির্বাচন' এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এক দেশ একই নির্বাচন' হলে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেখা যায় নির্বাচনে প্রচুর আর্থিক খরচ হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষক বা বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচনে ডিউটি পড়ে। যার ফলে প্রায় প্রতি বছরের একটা সময় তাদের নির্বাচনের কাজে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। যার ফলে কর্ম ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্ষতি হয় কর্মচারীদের, অপচয় হয় সময়।

এছাড়াও ' মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট'কে মাথায় রেখে বিভিন্ন কাজ করতে হয় নির্বাচনের সময়। বিভিন্ন ফাইলে স্বাক্ষরের কাজ আটকে থাকে বিভিন্ন দপ্তরে। ফাইলের পর ফাইল জমা হতে থাকে। মডেল কোড অফ কন্ডাক্টকে মান্যতা দিতে গিয়ে বিভিন্ন ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ততে ব্যাঘাত ঘটে। পিছিয়ে থাকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে এক দেশ এক নির্বাচন হলে এই সমস্যা সমাধান হবে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, এক দেশ এক নির্বাচনের ফলে দেশের গণতন্ত্র মজবুত হবে। ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। যুব সমাজের বেশিরভাগ ভোটার পড়াশোনার কারণে অথবা চাকরির সুবাদে রাজ্যের বাইরে থাকেন। ফলে যদি পাঁচ বছরে একবার নির্বাচন হয় তাহলে তারা উৎসাহের সঙ্গে সেই নির্বাচনে যোগদান করবেন। ফলে ভোটের শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কিছুদিন পর পর স্থানীয় নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, এবং লোকসভা নির্বাচন একটির পর একটি অনুষ্ঠিত হতে থাকলে সেখানে সাধারণ জনগণ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন না। যার ফলে ভোটের শতাংশেও অনেকটাই প্রভাব পড়ে।

আর্থিক খরচের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালের নির্বাচনে খরচ হয়েছে প্রায় ৬০ হাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশী যুবতী আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে একজন বাংলাদেশী যুবতিকে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে একজন বাংলাদেশী যুবতিকে গ্রেফতার করেছে।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃ রাজ্যের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিব চতুর্দশী

## ভোলে বাবার আরাধনায় মন্দিরে ভক্তের ভিড়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, কল্যানপুর, কুমারঘাট, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে বটতলা শিব মন্দির সহ শহরের বিভিন্ন মন্দিরগুলোতে ভক্তরা পূজা অর্চনায় ব্রতী হয়েছেন। পাশাপাশি এদিন মন্দির গুলোতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মহাশিবরাত্রি উদযাপিত হয়। শিবরাত্রি অর্থাৎ ভগবান শিবের রাত্রি। পৌরাণিক মতে ভগবান শিবের সাথে পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল এই শিবচতুর্দশীতে। প্রচলিত বিশ্বাস এই তিথিতেই প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকট হয়। এবছর তিথি অনুযায়ী চতুর্দশী পড়েছে ২৬ ফেব্রুয়ারি। আজ সকাল ৯টা ৪১ মিনিট ৮ সেকেন্ডে শুরু হয়েছে। শেষ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২৯ মিনিট ৩১সেকেন্ডে। তিথি শুরু হতেই শিব মন্দির গুলিতে এয়োতিদের উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করা গিয়েছে।

মহাশিব চতুর্দশীর পুণ্যলগ্নে নবনির্মিত শিব মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হল প্রমোদনগরে। বুধবার ফিতা কেটে নবনির্মিত শিব মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন চড়িলাম তিপ্রা মথা দলের ব্লক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা।

ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রি হল মহাশিবরাত্রি। কথিত রয়েছে, এদিন শিব ও পার্বতী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। একই সাথে এই তিথিতে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকট হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। সেই উপলক্ষ্যে প্রমোদনগরে মহাশিবচতুর্দশীর পুণ্যলগ্নে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে এলাকার বিধায়কের উন্নয়ন তহবিল থেকে শিবমন্দির নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর বুধবার বিকেলে নবনির্মিত শিবমন্দিরের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিন ফিতা কেটে নবনির্মিত শিব মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করলেন চড়িলাম তিপ্রামথা দলের ব্লক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা।

জানা যায়, এলাকার জাতি উপজাতি উভয় অংশের লোকেরা দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবত এলাকায় এটি পুরনো গাছের নিচে শিব পূজা করে আসতেন। এলাকাবাসিরা বিধায়কের কাছে দাবী রাখেন, এলাকায় একটি শিব মন্দির নির্মাণ করে দেওয়ার। এলাকাবাসীদের কথা রাখতেই এলাকায় শিব মন্দির গড়ে উঠে। বুধবার শুভ চতুর্দশীর পূর্ণলগ্নে এই নবনির্মিত শিব মন্দির উদ্বোধনের পর জাতি উপজাতি উভয় অংশের জনতা পুজো দিয়ে আনন্দ ব্যক্ত করেন।

এদিকে, বিশুদ্ধ হিন্দু পঞ্জিকা মতে আজ পবিত্র শিবরাত্রি বা শিব চতুর্দশী উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে। প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেবা দীদেব মহাদেবের আরাধনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। একই রকম ভাবে কল্যাণপুরের বিভিন্ন শিব মন্দির থেকে শুরু করে নানান ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শিব চতুর্দশী উদযাপনের ব্যস্ততা রয়েছে। মূলত সকাল থেকেই কল্যাণপুরের ঘিলাতলির শিব মন্দির (ত্রিপুরেশ্বর মন্দির), কুঞ্জবন দিঘির পাড়ের কল্যাণ মানিক্যের স্মৃতি বিজড়িত মন্দির, অমর কলোনির সুপ্রাচীন পূজা স্থল ইত্যাদি জায়গা গুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। এদিকে স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীকে দেখা গেছে ঘিলাতলির ত্রিপুরেশ্বর শিব মন্দিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বেআইনী দখলদারিদের উচ্ছেদ হবেই ঃ মেয়র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** শিব চতুর্দশী উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে ফল বিতরণ করলেন বিধায়ক দীপক মজুমদার। হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম পার্বণ মহা শিবরাত্রি। শুভরাত্রি উপলক্ষে ভক্তপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার শিবরাত্রি উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ফল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি সরকারি কর্মচারী ঃ রতন নাথ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি সরকারি কর্মচারী। রাজ্য সরকারের দ্বারা যেকোনো দপ্তরের উন্নয়নে ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সহযোগিতা জরুরি। তাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্যকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। আজ এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এই মন্তব্য করেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল গ্র্যাজুয়েটসএসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর কের চৌমুহনী স্থিত টিএজিএ দপ্তরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন ত্রিপুরা কৃষি স্নাতক সমিতির "কৃষিবার্তা" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার আবরণ উন্মচক করেন মন্ত্রী শ্রী নাথ।

আজকের এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তির সহায়তার চাষ পদ্ধতি সহজ হয়েছে। রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী জনগণের স্বার্থে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সকলের সহযোগিতা এই কাজকে আরো সহজ করে তুলবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের রাজ্যের ৫৮ টি ব্লকের মধ্যে ৩০ টি ব্লক খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ, বাকি ২৮ টি ব্লক পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা কিভাবে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত হচ্ছে, এই বিষয়েও কথা বলেন তিনি।

## ব্যাংক একাউন্ট থেকে টাকা আত্মসাৎ'র ঘটনায় ধৃত কনস্টেবল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** উদয়পুর এইচডিএফসি ব্যাংকে ৮২ লক্ষ টাকার ঘোটালার ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ কনস্টেবল জয়ন্ত সাহা। তাঁকে গতকাল গভীর রাতে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস গ্রেফতার করেন। রাত ১১টার দিকে উদয়পুর পুলিশ লাইন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ অভিযুক্ত কনস্টেবলকে রাধা কিশোরপুর থানার অধীনে থেকে উদয়পুর আদালতে নিয়ে আসা হয়। তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলায় গ্রেপ্তার কনস্টেবল জয়ন্ত সাহার বিরুদ্ধে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সিলিন্ডার থেকে আগুন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের হাফলং এলাকায় বুধবার একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজনদের প্রচেষ্টায় অবশ্য বাড়িঘর অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ধরে অল্পতে রক্ষা পেলো একটি পরিবার। ঘটনা ধর্মনগরের হাফলং এলাকায়। গ্যাস সিলিন্ডারে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। অবশ্য দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে আসার আগেই স্থানীয় লোকজনরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। এর ফলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ইং
১৪ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

## আজীবন নিষেধাজ্ঞা কঠোরতা !

আইনসভা এবং আদালতের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিরোধ দীর্ঘকালের। এই বিরুদ্ধে এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। স্পর্শকাতর এ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষ রীতিমতো দ্বিধাগ্রস্ত। আইনসভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় বিচার বিভাগের উপর ন্যাস্তগুলিতে মোটেই রাজি হয় না। আবার বিচার নিজেদেরকে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী মনে করিয়া নানা কঠোর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া থাকে। অথচ এইসব সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে গিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে বিচার বিভাগকে। এবারও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়েছে এইসব বিষয় নিয়া আইনসভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। ফলে পুনরায় সমস্যা তৈরি হইয়াছে। এই সমস্যা হইতে উত্তরণ খুবই জটিল বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

সংসদীয় রাজনীতিতে ছয় বছরের নিষেধাজ্ঞাই যথেষ্ট। একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়া একথা জানাইল মোদি সরকার। পাশাপাশি কেন্দ্রের যুক্তি, আদালত নয়, রাজনৈতিক নেতার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সংসদ।ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত নেতার ক্ষেত্রে সংসদীয় রাজনীতিতে আজীবন ভোটে লড়ার নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মামলা করিয়াছিলেন আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। এছাড়াও সাংসদ, বিধায়কদের ক্ষেত্রে যাতে করিয়া দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হয়, সেই বিষয়েও দাবি জানান তিনি। যদিও মোদি সরকারের যুক্তি, রাজনৈতিক নেতার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর ক্ষেত্রে সংসদই সিদ্ধান্ত নিবে। হলফনামায় কেন্দ্রের তরফে বলা

হইয়াছে, "আজীবন ভোটে না লড়ার নিষেধাজ্ঞা যথাযথ হইবে কি না, এই প্রশ্নটি শুধুমাত্র সংসদের এক্তিয়ার ভুক্ত। যদিও ১৯৫১ সালের পিপল অ্যাক্টের ৮ ও ৯ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া মামলা করেন অশ্বিনী উপাধ্যায়। ৮ (এ) ধারায় বলা আছে, কোনও রাজনৈতিক নেতার ফৌজদারি মামলার জেলের সাজা হইলে ছয় বছর সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ নিতে পারিবেন না। অন্যদিকে ৯ ধারায় দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থাকিলে পাঁচ বছরের জন্য ভোটে লড়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি

হইবে তাঁহার বিরুদ্ধে। অশ্বিনী উপধ্যায় দাবি করেন, দুই ক্ষেত্রেই আজীবন নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া উচিত। যদিও সেই যুক্তি উড়াইয়া দিয়াছে কেন্দ্র।ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত নেতার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে সংসদ, জানাইল মোদি সরকার। সরকার এই ধরনের মানসিকতা প্রকাশ করিবার পর আদালত এর রীতিমত বেকায়দায় পড়িয়াছে। দেশবাসী এখন তাকাইয়া রহিয়াছেন এই স্পর্শকাতর বিষয়ে পরবর্তী সময়ে গৃহীত হয়।

## "একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সংস্কারক ছিলেন", সাভারকরকে শ্রদ্ধা সুকান্তর

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দামোদর সাভারকরকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তবাবু লিখেছেন, "বিনায়ক দামোদর সাভারকরের পুণ্যতিথিতে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি ছিলেন মা ভারতীর একজন সাহসী পুত্র, একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, একজন শক্তিশালী বক্তা এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সংস্কারক।"

প্রসঙ্গত, লন্ডনে থাকাকালীন সাভারকর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। সাভারকরকে হিন্দুত্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রবক্তা বলে গণ্য করা হয়। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সব ধর্ম ও আদর্শের উপরে উঠে সবাই নিজেকে আগে ভারতীয় ভাবুক।

## শ্রীভূমি জেলায় পিএম পোষণ চাল বরাদ্দ

শ্রীভূমি (অসম) ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলায় জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে পিএম পোষণের (মিড ডে মিল) অধীনে ছাত্র ছাত্রীদের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষা সেতুর উপস্থিতি অনুসারে ক শ্রেণী ও নিম্ন প্রাথমিক পর্য্যায়ে ছাত্র ছাত্রী পিছু দৈনিক ১০০ গ্রাম এবং উচ্চ প্রাথমিক পর্য্যায়ে ছাত্র ছাত্রী পিছু দৈনিক ১৫০ গ্রাম করে চাল জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত এই চাল ভারতীয় খাদ্য নিগম থেকে তুলতে এবং বিতরণের অবস্থান আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাখিল করতে খাদ্য গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ থেকে জিপিএসএস নমিনিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## শ্রীভূমি শহরের ব্রজেন্দ্র রোড শ্মশানের চুলা নির্মাণের কাজ শুরু

শ্রীভূমি (অসম) ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শ্রীভূমির পৌরপতি এক বিজ্ঞপ্তি যোগে জানিয়েছেন যে শ্রীভূমি শহরের ব্রজেন্দ্র রোড শ্মশানের চুলা নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। এতে জানানো হয়েছে, প্রথমে একটি চুলা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আরও একটি চুলা নির্মাণ করা হবে। এই নির্মাণ কাজের জন্য শ্রীভূমি শহরের জনগণের কিছু অসুবিধা হতে পারে। তাই পৌরপতি ওই বিজ্ঞপ্তিতে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

## মেডিক্যাল কলেজের 'ফেস্ট'-এ দু'কোটি টাকা অনুদান, মামলা গড়াল হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের আদালতের প্রশ্নের মুখে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বাৎসরিক উৎসব (ফেস্ট) করার জন্য দু'কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়েরের অনুমতি চান এক আইনজীবী।

মামলার অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

সোমবারই রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বাৎসরিক উৎসব করার জন্য দু'কোটি টাকা অনুদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এরপরই এই বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা।জুনিয়র ডাক্তারেরা একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই অনুদান থেকে নতুন করে 'দুর্নীতি' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগেও অবশ্য মেডিক্যাল কলেজে 'ফেস্ট' হত। এবার ক্লাবে খয়রাতি দেওয়ার মতো ডাক্তারি কলেজগুলোতেও অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করায় সুর চড়াতে শুরু করেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। এ বার সেই নিয়েই হাই কোর্টে মামলা।আদালতে আইনজীবীর বক্তব্য, যেখানে কলেজে ছাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত মামলাই আদালতে বিচারাধীন, কোনও কলেজেই নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি বা নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই সেখানে সরকারের এই অনুদানের টাকা কী ভাবে খরচ হবে ? ওই টাকার অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতে মামলা করেন আইনজীবী।

# পৃথিবীতে যে সাতটি ভাষায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে

মরিয়ম সুলতানা

ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি, মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর একেক অঞ্চলের মানুষ একেক ভাষায় কথা বলার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সামার ইন্সটিটিউট অফ লিঙ্গুইস্টিক্স (এসআইএল) ইন্টারন্যাশনাল-এর ভাষা নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান 'এথনোলগ' বলছে, পৃথিবীতে বর্তমানে সাত হাজার ১৬৮টি ভাষা আছে। কিন্তু, এর ৪২ শতাংশ ভাষাই 'ঝুঁকিপূর্ণ' অবস্থায় আছে; অর্থাৎ, তিন হাজার ৪৫টি ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে। এর আগেও সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ভাষা চিরতরে হারিয়ে গেছে।

তবে যেসব ভাষা পৃথিবীতে এখনও বহাল তবিয়তে টিকে আছে, সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ভাষা কোনগুলো, আমরা কী তা জানি? কিংবা, পৃথিবীতে কোন ভাষায় মানুষ সবচেয়ে বেশি কথা বলে? এবং কোন কোন দেশে এসব ভাষা ব্যবহার করা হয়?

আজ আমরা এমন সাতটি ভাষার বিষয়ে জানবো, যেগুলোর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি বা ইংলিশ- যদি বহুল ব্যবহৃত ভাষার কথা বলতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে প্রথমেই সেখানে ইংলিশের নাম উঠে আসবে। পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েকটি দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি, কিন্তু পৃথিবীতে এমন দেশ বিরল যেখানে মাতৃভাষার পর ইংলিশকে প্রাধান্য দেয়া হয় না।

এথনোলগ-এর তথ্য অনুযায়ী, ৮০০ কোটি মানুষের পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি মানুষই ইংলিশে কথা বলে। যদিও পৃথিবীর মাত্র ৩৮ কোটি মানুষের মাতৃভাষা ইংলিশ এবং মাতৃভাষাভাষীর সংখ্যার বিচারে এর অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। এই ভাষার আঁতুড়ঘর হলো যুক্তরাজ্য, অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী জুড়ে ইংলিশের এত বিস্তৃতির পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে কয়েকশো বছর ধরে পৃথিবীজুড়ে চলা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ। ঐ সময় ব্রিটিশরা আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। সাধারণত উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে ঐ অঞ্চলে ওপর অর্থনৈতিক আধিপত্য তৈরি করা। ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলেও উপনিবেশবাদের প্রভাব রয়ে গেছে। ইংলিশের জনপ্রিয়তা হিসেবে এই প্রভাবকে উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর সারাবিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র একক আধিপত্য বিস্তার করে। যুক্তরাষ্ট্রের মাতৃভাষাও ইংলিশ হওয়ায় মার্কিন সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই সেটি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠে। এথনোলগ অনুযায়ী, পৃথিবীর মোট ১৪৬টি দেশে ইংলিশ ভাষাভাষী মানুষ পাওয়া যায়। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশ। উল্লেখ্য, ইংলিশ বা ইংরেজি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের একটি ভাষা।

ম্যান্ডারিন চাইনিজ-চিনের অধিকাংশ মানুষ কথা বলে ম্যান্ডারিন চাইনিজ ভাষায়। যদি শুধুমাত্র মাতৃভাষার কথা বিবেচনা করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে ম্যান্ডারিন চাইনিজ ভাষাভাষীর সংখ্যাই সর্বোচ্চ। এথনোলগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর ৯৪ কোটি মানুষের মাতৃভাষা ম্যান্ডারিন চাইনিজ। এছাড়া, পৃথিবীর প্রায় ১১০ কোটি মানুষ ম্যান্ডারিন চাইনিজে কথা বলে। সেক্ষেত্রে, ইংলিশের পরেই এর অবস্থান। ম্যান্ডারিন ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণ, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ চিন। ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিসটিকস অব চায়না-এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশটির মোট জনসংখ্যা ১৪০ কোটির একটু বেশি। এথনোলগ বলছে, চিনের ৮১ শতাংশ মানুষ ম্যান্ডারিন চাইনিজে কথা বলে। এছাড়া, কানাডা, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ মোট ৩৭টি দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ম্যান্ডারিন ভাষাভাষী রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে চীনে জন্ম নেয়া ম্যান্ডারিন চাইনিজ পৃথিবীর অন্যতম কঠিন ভাষা। ৫০০০ বছরের বিবর্তনে তৈরি এই ম্যান্ডারিন চাইনিজ সিনো-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের একটি ভাষা।

হিন্দি- জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে আছে হিন্দি ভাষাভাষীরা। এথনোলগ-এর তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রায় ৬০ কোটি ৯০ লাখ মানুষ হিন্দিতে কথা বলে। এদের মাঝে ৩৫ কোটি মানুষের মাতৃভাষা হিন্দি। হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের বসবাস ভারতেই বেশি। তবে ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে হিন্দি ছাড়াও আরও অনেক ভাষা আছে। সেই হিসেবে করলে, দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা হিন্দি। ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশটির মোট ২২টি দাপ্তরিক ভাষার মাঝে হিন্দি অন্যতম। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ভারতে হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ দিনটি হিন্দি দিবস হিসেবে পালন করা হয়। হিন্দির সাথে আরও কিছু ভাষার উচ্চারণগত মিল রয়েছে। যেমন, বাংলা, উর্দু, নেপালি, ভোজপুরি, রাজস্থানি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালের পর থেকে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি, অর্থাৎ বলিউড সিনেমার উত্থানও হিন্দি ভাষাকে বিশ্বব্যাপী নতুন করে পরিচয় করে দিয়েছে।

স্প্যানিশ- পৃথিবীতে প্রায় ৫৬ কোটি মানুষ স্প্যানিশে কথা বলে। সে হিসেবে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা স্প্যানিশ। মাতৃভাষা হিসেবে পৃথিবীর প্রায় ৪৯ কোটি মানুষ স্প্যানিশে কথা বলে। এদিক দিয়ে ম্যান্ডারিনের পরেই স্প্যানিশের অবস্থান। অর্থাৎ, মাতৃভাষা হিসেবে এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মেক্সিকোতে স্প্যানিশ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এরপরই আছে কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেন। ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের রোমান্স শাখার ভাষা স্প্যানিশ বর্তমানে মোট ১৮টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা। তবে স্প্যানিশ কিন্তু শুরুতেই এতটা বহুল ব্যবহৃত ভাষা ছিল না। ব্রিটেনের মতো স্পেনও এক সময় পৃথিবীর অনেক দেশকে নিজেদের কলোনি করে রাখে এবং পরবর্তীতে সেইসব কলোনিতে ভাষাটির প্রভাব রয়ে যায়। যার প্রায় সবগুলোই ল্যাটিন আমেরিকায়। উল্লেখ্য, ইংলিশসহ মোট ছয়টি ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা বলা হয়। সেই ছয়টি ভাষার একটি স্প্যানিশ।

ফরাসি- ফরাসি বা ফ্রেঞ্চও জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংস্থা ইংরেজির পাশাপাশি ফ্রেঞ্চকে তাদের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। এথনোলগ অনুযায়ী, বর্তমান পৃথিবীতে ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ৩০ কোটির চেয়ে কিছুটা বেশি। ব্রিটানিকা বলছে, বিশ্বের ২৫টিরও বেশি দেশে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে এর ব্যবহার আছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো-ফ্রান্স এবং কানাডা। এর বাইরে রয়েছে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ। এছাড়া সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে প্রচুর ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী পাওয়া যায়। স্প্যানিশের মতো ফ্রেঞ্চের বিস্তৃতির পেছনেও অন্যতম কারণ উপনিবেশবাদ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের কলোনি বিস্তার করেছিলো ফ্রান্স, যার অধিকাংশই আফ্রিকা মহাদেশে। এই কারণেও ফরাসি ভাষা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

আরবি- এথনোলগের তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে আরবি ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৭ কোটির কিছুটা বেশি। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইনের মতো মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষের মাতৃভাষা হচ্ছে আরবি। আবার অনেক দেশের মাতৃভাষা না হলেও সেখানে ব্যাপক হারে আরবির প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৩০টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলজেরিয়া, মিশর, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, মরক্কো, ওমান, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া ইত্যাদি। ধর্মীয় কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় অনেকে কম-বেশি আরবি লিখতে, পড়তে, বলতে জানেন। সেমেটিক ভাষা পরিবারের বৃহত্তম ভাষা এই আরবি জাতিসংঘের অন্যতম একটি দাপ্তরিক ভাষাও। আরবি ভাষার সাথে অন্যান্য ভাষার একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। আরবি লিপি লেখা হয় ডান থেকে বামে।

বাংলা - এথনোলগ অনুযায়ী, বর্তমান পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৭ কোটির কিছুটা বেশি। পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত ভাষাগুলোর মাঝে বাংলা সপ্তম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে বাংলাদেশে এবং এরপর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগের আগে থেকেই ভাষা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিলো। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নির্দেশ দেয় এবং পাকিস্তান সরকারের এমন ঘোষণার বিরোধিতা করে বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ। তৎকালীন পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে এই নিয়ে আন্দোলন চলতে থাকে। সেটি সংঘাতে রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। কিন্তু সেই মিছিল যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি যায়, তখন পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। সেই গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরও অনেকে শহিদ হন। তবে ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোর কারণে সেদিন সারাদেশে বিদ্রোহ শুরু হয়। ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাকে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হয়। সবশেষে, বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলন এবং ভাষার অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

# কালীঘাটের পটের কদর ছিল বিশ্বব্যাপী

কলকাতার আদি গঙ্গার পাশে বাহান্ন পীঠের অন্যতম কালীঘাট। একসময় পার্শ্ববর্তী ওই জলপথ ছিল গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। পুরাকালে এই পথেই ভাগীরথী সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়। পরে গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। একদিকে পুরাণের কাহিনি নিয়ে কালীঘাট আর অন্য দিক দিয়ে রাজধানী কলকাতার বুকে এমন জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্র। যার ফলে নানা সময় নানা কারণে মানুষের ভিড় জমে। কালীঘাটের চৌকো পটের শিল্পীরাও আসলে হঠাৎ আসা একদল গ্রাম্য শিল্পী। তারা কুমোর-সূত্রধর ও কয়েকটি পটুয়া পরিবার। মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের শিল্পীগোষ্ঠী। কথিত, প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের মন্দির নির্মাণ করেন এবং ১৭৯৮ সালে সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় এই মন্দিরকে নবরূপ দেন। এই সময় বেড়ে যায় ভক্ত সমাগমও। সে সময় জীবিকার সন্ধানে ছোটো ছোটো কয়েকদল গ্রাম্য শিল্পী নতুন ভাবে বাঁচার চেষ্টা চালালো। একই সঙ্গে পটুয়া-চিত্রকরদের জাতি-বর্ণ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা। শ্রমনির্ভর কুটীরশিল্পকে আশ্রয় করে জনবহুল কলকাতার বুকে 'পাড়া' অর্থে সহজ ঠিকানা তৈরির চেষ্টা। অর্থাৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার চেষ্টা। লক্ষ্মীর সরা, মনসা ঘট, চিত্রিত হাঁড়ি, রঙিন প্রতিমা, খেলনা পুতুল, রথচিত্র অলংকরণ, চালচিত্র, ছোটো-বড়ো মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি গ্রাম্যশিল্পীরা শুরু করেছিলেন ধাতু পাত্রের উপর সরল চিত্রের অলংকরণ। ১৭৭০ সাল নাগাদ বিদেশি চিত্রশিল্পীদের আগমন। ১৭৮৫ সালে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বিদেশিরা ছবি আঁকা ও শেখানো দুই চালাতে শুরু করে। টমাস ড্যানিয়েল প্রকাশ করেন বাস্তব জীবন ও প্রকৃতির দৃশ্য নিয়ে ৮৪টি ছবি। এস সি বেলনোস সাধারণ জীবনযাত্রার ছবি প্রকাশ করেন তার "Manners in Bengal" বইতে। নানা সময় আলোচনার বিষয় হয়েছে অজন্তা রীতি থেকে আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুচিত্রের চর্চা। এসব দেখে ছবির বাজার বুঝেছিল কালীঘাটের শিল্পীরাও। যার ফল ঘটে পটের পুজোয় পটের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ছবির জগতে একটি মিশ্ররীতি; তথাকথিত একটি আধুনিক রীতির জন্ম দিল কালীঘাটের শিল্পীরা তাদের আঁকা ছবিতে। ১৮৫৪ সালে কলকাতার গরানহাটায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্ট স্কুলইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। ততদিনে কালীঘাটের পট দেখে বিদেশিরাও থমকে গেছে। কালীঘাটে ব্যাপক ভাবে পট তৈরির শুরুটা প্রায় ১৮৩০ সাল নাগাদ। সমাজ সচেতক রসিক হৃদয় থেকে ঠাকুর ভক্ত যাত্রী এবং ছোটোদের হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে দিতো এ পট। এক ব্যতিক্রমী শিল্পমাধুর্য নিয়ে এ পট। বাজারি ছবির এ বিশেষ ঘরনা কালীঘাট অঞ্চলে বিক্রি হতো বলে এ ছবিগুলি নাকরণ হয়েছে 'কালীঘাট পেন্টিং'। মোটামুটি একশো বছর টিকেছিল এ ধারা। আর্ট স্কুলের চর্চাকে কেন্দ্র করে বাজারে এলো নানা ধরনের আরও সস্তায় হেটো ছবি। উত্তর কলকাতার বটতলা এলাকার চোরাবাগান আর্ট স্টুডিয়োর লিথোগ্রাফি এসেছে ১৮৭৮ সালে। কাঁসারি পাড়াতেও এ চর্চা গুরুত্ব পেয়েছে। অন্নদা প্রসাদ বাগচী আর্ট স্কুলে পাশকরা ছেলেদের নিয়ে বউবাজারে তৈরি করেছিলেন 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো'। পাথর খোদাই লিথোগ্রাফির পাশাপাশি কাঠ খোদাই মুদ্রণ চিত্র ছবির জগতে অন্য ভাবে ধরা ছিল। রঙিন এ ছবিগুলি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এসে গেল উন্নত প্রযুক্তিতে ছাপানো পট। হারিয়ে গেলো কালীঘাট পটের উজ্জ্বল ধারা। জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকে হারিয়ে যাওয়া। অবশ্য দু-একজন শিল্পী শখের এ চর্চা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বেশির ভাগ শিল্পী বেছে নিলেন অন্য হাতের কাজ। ছবির বাজার খুঁজতে কেউ কেউ ছুটেছিলেন নবদ্বীপ-সহ নানা তীর্থে। কিন্তু এ ধারার চর্চা আর নতুন করে দানা বাঁধেনি।

কালীঘাট পটের শিল্পী প্রসঙ্গে বাঁশরী ঘোষের ছেলে ইন্দ্রমোহন ঘোষ এবং তার ছেলে নিবারণ ঘোষ (১৮৩৬-১৯৩০ সাল) ও কালিচরণ ঘোষ (১৮৩৮-৩৫ সাল)-এর কথা উল্লেখ করতে হয়। এই সদগোপ পরিবারটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়া থেকে কালীঘাটে এসেছিল। কালীচরণ ঘোষের সঙ্গে কাজ করতেন বলরাম দাস। নীলমণি দাস, ভাবনা দাস ও ভাবনা দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল দাস ছিলেন কালীঘাটপটের শিল্পী। কালীচরণ ঘোষের সন্তানরা হলেন কুমুদিনী, বলরাম, কানাই। আর দুই শিষ্যের একজন রেঙ্গুন চলে যাওয়া পরানচন্দ্র দাস এবং অন্যজন নবদ্বীপে চলে যাওয়া বলাই দাস বৈরাগী। নিবারণ ঘোষ ও বলরাম দাসের শিষ্য ছিলেন কালীঘাট পটের স্বনামধন্য শিল্পী রজনী চিত্রকর (১৮৯২-১৯৬৮ সাল)। রজনী চিত্রকরের সন্তানেরা হলেন রমানাথ পাল, শ্রীশ পাল, শম্ভু পাল। এর মধ্যে শ্রীশ পাল এ চর্চাকে ধরে রেখেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে এ ধারার শেষ শিল্পী হিসেবে। তার সন্তানরা হলেন নিখিল, অলোক, নিতাই। মেদিনীপুরের সুতাহাটা, আখপুর খেজুরতলা থেকে এসেছেন কালীঘাটে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আকুবপুর থেকে কালীঘাটে আসা কার্তিক চিত্রকরের বংশধারায় আছেন গদাধর, গৌরাঙ্গ, গণেশ, প্রভাস, নারায়ণ এবং নারায়ণের ছেলে ধরণীধর ও মেঘনাদ। মেঘনাদের ছেলে উনিশ শতকের উদয় চিত্রকর। ওই একই সূত্র ধরে ভূষণ চিত্রকর। প্রাকউনিশ শতকের শিল্পী ছিলেন চিন্ময়ীলাল চিত্রকর। সমসাময়িক জনপ্রিয় শিল্পী মাথুর। মেদিনীপুরের চৈতন্যপুর আকুবপুর থেকে কালীঘাটে আসেন প্রাকউনিশ শতকের বরেন্দ্র চিত্রকর। বরেন্দ্র চিত্রকরের পুত্র পঞ্চানন চিত্রকর পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে শিবের রূপ ফুটিয়ে তুলতেন এক টানে। জহর চিত্রকরেরও নাম করতে হয়। উনিশ শতকের কুমার চিত্রকরের ছেলে কবিরাম চিত্রকর, তার ছেলে দুলাল আর দুলালের ছেলে ভাস্কর চিত্রকর কালীঘাট পটের গঠনশৈলীকে অনুকরণ করে আধুনিকতার রং ছড়িয়েছেন কিন্তু তা কালীঘাট পটের সমতুল্য হলেও সুন্দর। ঠিক যেমন এখানকার অনেক প্রতিমা শিল্পী কালীঘাট পটের অনুকরণে তাদের মতো করে পট এঁকেছিলেন। অনুপ্রেরণার অভাবে এবং বাজার চাহিদার অভাবে সেগুলিও প্রায় হারিয়ে গেছে পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পীদের জনপ্রিয়তার আড়ালে থেকে। সেগুলিও আর এক ধরনের সুন্দর। বর্তমানে কালীঘাট শৈলীর পট তৈরিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ঝিল্লির রাশি পটুয়ার নাতি রামপুর হাটের কালাম পটুয়া। অনেক পটুয়া-চিত্রকর কালীঘাট পটের অনুকরণে পট আঁকার ঝোঁক দেখাচ্ছেন।

বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে দ্রুত তালে এবং মাত্র কয়েক টানে মোটা কালো দাগ টেনে পটের বিষয় ফুটিয়ে তোলা হতো। আঁকা এবং রং করা এসব নিয়ে সমবেত প্রচেষ্টার সঙ্গে শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অপূর্ব মেলবন্ধন। কালীঘাট পটের শিল্পীরা জানে কেমন কাগজে কী রূপ গতিতে রঙিন তুলি চালনা করলে ঘন-পাতলা রঙের বিন্যাস ঘটে। তাদের জানা জল দিয়ে কীভাবে তুলির রং কাগজের উপর ফেলতে হবে। দক্ষ রেখার টান বহুমাত্রিক রঙের অভাব দূর করে দেয়। তবুও দর্শকদের নজর কাড়তে বিশেষ করে বাজারে আসতে থাকা সস্তার নতুন ধরনের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দু-একটি রঙের প্রয়োগ ঘটান শিল্পীরা। পাতলা জল রঙের কাজেই মূল আকর্ষণ। আলতা আর ভুষো কালি প্রায় সব ঘরেই থাকতো। নীল আর হলুদের অভাব নেই। প্রাকৃতিক উপকরণ থেকেই তৈরি হতো আঠা ও রং। ঠাকুর রং করার গুঁড়ো রংও মাঠ-ঘাট থেকেই সংগৃহীত। এ চাহিদা মেটানোর জন্য রাজস্থান এগিয়ে। জার্মানি থেকে রং আসা শুরু হয় ১৮৫০ সাল থেকে। পাট ব্যবহৃত কাগজ হিসাবে চিনা কাগজ বা শ্রীরামপুরের পাতলা সস্তার কাগজ ব্যবহৃত হতো। বলাবাহুল্য, বাংলায় ভাতের মাড় ও আঁশতুলো দিয়ে কাগজ তৈরি করতেন শিল্পীরা। এদের বাসভূমি ছিল হাওড়ার আমতার কাছে। ময়না, মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর, হুগলীর শ্রীরামপুর, মোগাইপাড়া, মদনা, নেয়ালা, সাহবাজার। সাধারণ কাগজই ছিল ছবি ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম। শীতল মনোরম হস্ত কৌশলে অপূর্ব ছন্দ ভাবের প্রকাশ। প্রায় বৃত্তের ব্যাসের অভগ্ন ছাঁচে মোটা কালো রেখার নিখুঁত লম্বা টানে ফুটে উঠতো নারীর শান্ত ভাব বা উত্তেজক কামনীয় রূপ। পুরুষ দেহে গতিশীল শক্তি বা ভগ্নরূপ। কাঁধে শাল, বকলস আঁটা জুতো, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, বাবরি চুল, পটলচেরা চোখ, ধনুকাকৃতির ভ্রূ নিয়ে 'বাবু পট' হলো মূল আকর্ষণ। এ পটে থাকে সৌখিন চেয়ার, হুঁকো, তম্বি মেয়ে, নাটকের মঞ্চ-সহ অনুসঙ্গিক নানা ধরনের বা চরিত্রের খণ্ড দৃশ্য। মূর্তির রেখাগুলির গভীরতা ফুটিয়ে তোলার জন্য মূর্তির পেছনে অন্ধকার পরিবেশ তৈরি করা হতো, যেন রাতের অন্ধকার। আর আলোর মধ্যে অন্তরঙ্গ লাবণ্য ও বাবু সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা বা যৌনতা। রানির মুকুট যেমন সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, তেমনি ইঁদুরের মাথায় বিবির পা বা সাপের মাথায় ব্যাঙের নাচন দৃশ্য বেশ হাসির উদ্রেক করে। নানা চরিত্র কালীঘাট পটের বিষয় হয়েছে। মন্দির দর্শনে আসা ভক্তদের জন্য তৈরি হয়েছে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কিছু পট। যেমন রাসলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিব-পার্বতী, কালী, নরসিংহ অবতার, কাকের পিঠে কৌমারী। পটের বিষয় হিসাবে ধর্মকথার বাইরে ঐতিহাসিক বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন লক্ষ্মীবাঈ, শ্যামাকান্তের বীরত্ব, শের খাঁ ও বাঘের লড়াইসহ নানা ঘটনা। সামাজিক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে সাহেব পাড়া ও দেশি পাড়ার নানা ছবি। যেমন সতীর দেহত্যাগ, মাছকাটা, বর-কনে, স্ত্রৈণ স্বামী, মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার, বাবু- ভণ্ডদের বেলাল্লাপনা, বিবি সুন্দরী, সাহেব, গোরা সৈন্য। নানা চরিত্র নিয়ে নানা ব্যঙ্গ দৃশ্য তুলে ধরে সমাজ সচেতনতার চেষ্টা। আর শিশুদের নজরে পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে পশু-পাখির নানা ছবি। ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে সাপের ব্যাং শিকার, বিড়ালের মাছ বা পাখি শিকার কিংবা লব- কুশের হাতে বন্দি হনুমান। তৈরি হয়েছে শিয়াল রাজার গল্প-চিত্র। অর্থাৎ নানা বিষয়। তাই আজকের শিল্পীরা অনুভব করছেন বিশ্বের বাজারে কালীঘাট পটের দাম আছে এবং চাহিদাও আছে। পটুয়া চিত্রকরের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কালীঘাট পটের দিকে চোখ রেখে তার রহস্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। বিদেশিরা মজা পান সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কালীঘাট পটে রঙ্গ রসিকতায় ফুটিয়ে তোলা বাবু চরিত্রের অধঃপতন দেখে। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামেই আছে ৬৪৫টি কালীঘাট পট। পশ্চিমবঙ্গে আই সি এস গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহটি বেশ উল্লেখযোগ্য। সেদিন নানা ধারার শিল্পীরা বাঁচার জন্য কালীঘাট পটে হিসাবে নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিল; আর একশো বছর কাটতে না কাটতেই চিত্রশিল্পের নানা ধারার সংমিশ্রণ ঘটায় কালীঘাট পটের শিল্পীরা বাঁচার জন্য আবার অন্য মাধ্যমের আশ্রয় নিলেন। আর আজ চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা বাঁচার জন্য কালীঘাট পট তৈরির চেষ্টা করছেন কিন্তু তা মূলত অন্য ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ব্রহ্মপুত্র বরাবর নদীর লাইট হাউজ গড়ে তুলবে কেন্দ্রঃ সর্বানন্দ সোনোয়াল

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারী : কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আজ গুয়াহাটিতে "অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০" বাণিজ্য সম্মেলনে অসমের অভ্যন্তরীণ জলপথ ক্ষেত্রের রূপান্তরের জন্য ৪,৮০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে "অসমের সড়ক, রেল ও নদী পর্যটন 'শীর্ষক অধিবেশনে শ্রী সোনোয়াল বলেন, এই বিনিয়োগ রাজ্যের গতিশীল জলপথ ব্যবস্থার বিপুল সম্ভাবনাকে সক্ষম করবে, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাথে এই অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে দেশ বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। মোদীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বের পাশাপাশি অসমও অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীণ জলপথ এই পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী ২০১৪ সাল থেকে অতীতের অবহেলা থেকে বেড়িয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই অঞ্চলে, বিশেষত ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক সহ অসমে নদী ব্যবস্থার সমৃদ্ধ আন্তঃজলের সাথে অভ্যন্তরীণ জলপথের লক্ষ্য হল বাণিজ্য ও বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম হিসাবে এর ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করা। "জলবাহক '-এর মতো প্রকল্পগুলি চালু করার মাধ্যমে মোদী সরকার অভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য উৎসাহিত করেন, যার ফলে অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে, রেল ও সড়কপথে ভিড় কমছে। তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম এবং আত্মনির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার জন্য অসমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

সম্মেলনে সর্বানন্দ সোনোয়াল "হরিত নৌকা 'প্রকল্পের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে সবুজ জাহাজে রূপান্তরের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন। পর্যটনের সুবিধার জন্য এবং ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক'এ কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটির ফ্যান্সি বাজারে আঞ্চলিক কার্যালয়, এমএসডিসি, গেস্ট হাউস এবং আইটিএটি-র জন্য অফিস স্পেসের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণের পাশাপাশি শিলঘাট, বিশ্বনাথ ঘাট, নিয়ামতি ঘাট এবং গুইজানে উপকূলীয় সুবিধা সহ জেটি নির্মাণ। পাণ্ডুতে জাহাজ মেরামত সুবিধার দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য ৩৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকার ২০২৬-২৭ পর্যন্ত বরাক'এ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে পান্ডু পর্যন্ত ২.৫ মিটার নিশ্চিত খসড়া নিশ্চিত করার জন্য ড্রেজিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে (ডিসিআই) দায়িত্ব দিয়েছে। এর জন্য ১৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে শ্রী সোনোয়াল জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, 'অ্যাডভান্টেজ অসম সবসময়ই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে, যা ব্যবসাগুলিকে তাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য একটি কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে অসম যে বিপুল সমর্থন পেয়েছে, তাতে অসম ও উত্তর-পূর্বের অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অসমের অভ্যন্তরীণ জলপথকে সক্ষম করার জন্য চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে, হরিত নৌকা প্রকল্পের আওতায় প্রচলিত জাহাজগুলিকে সবুজ জাহাজে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব এমন নির্ধারিত মাইলফলক, যা সরকারের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের অঙ্গীকারকে নিশ্চিত করে। রাজ্যে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে, মসৃণ, নিয়মিত এবং কার্যকর পরিচালনার জন্য পরিকাঠামো এবং ফেয়ারওয়ে সহ একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুয়াহাটি এবং ধুবরিতে আনুমানিক ৩১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবার উন্নয়নের কথাও ঘোষণা করেন। শ্রী সোনোয়াল কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড (সিএসএল) দ্বারা নির্মিত দুটি বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান মোতায়েনের কথাও ঘোষণা করেন। গুয়াহাটিতে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি বিশ্বমানের ক্রুজ টার্মিনালও নির্মিত হবে।

ডিব্রুগড়ের আঞ্চলিক উৎকর্ষ কেন্দ্রের (আরসিওই) উন্নয়নের জন্য আনুমানিক ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাক বরাবর মূলধন উন্নয়নকে আরও যুক্ত করে, বোগিবিল, বিশ্বনাথ, নিমাটি, পান্ডু এবং শিলঘাট-পাঁচটি জায়গায় আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রিভারাইন লাইটহাউস তৈরি করা হবে। এছাড়াও, পাণ্ডু ও বোগিবিলের মধ্যে ২.৫ মিটার এলএডি সহ ফেয়ারওয়ে উন্নয়নের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ (আইডাব্লুএআই), বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের (এমওপিএসডাব্লু) অধীনে জাতীয় জলপথ সহ নদী পরিবহনের জন্য নোডাল এজেন্সি ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক নদী বরাবর ১,০১০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রধান প্রকল্পগুলির মধ্যে, পাণ্ডায় ২০৮ কোটি টাকা বিনিয়োগে জাহাজ মেরামতের সুবিধা তৈরি করা হচ্ছে এবং ১৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগে পাণ্ডু থেকে এনএইচ ২৭ পর্যন্ত একটি বিকল্প রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। শ্রী সোনোয়াল আরও বলেন, ৬৬ কোটি টাকারও বেশি এবং ৮২ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে ব্রহ্মপুত্রের উপর নতুন অভ্যন্তরীণ জলপথ টার্মিনাল তৈরি করা হচ্ছে।

বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি "সাগরমালা" প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্রের উপর নদীর পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য ৬৪৬ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। বরাক নদীর জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে সার্ভে ভেসেল, তিনটি উভচর ড্রেজার সংগ্রহ, করিমগঞ্জ ফ্লোটিং টার্মিনাল সুবিধার জন্য ক্রেন পন্টুন ও গ্যাংওয়ে নির্মাণ, বদরপুরে ফ্লোটিং টার্মিনাল সুবিধার জন্য স্টিল পন্টুন ও গ্যাংওয়ে নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন।

এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, অসম সরকারের পশুপালন, পশুচিকিৎসা, মৎস্যচাষ এবং পিডব্লিউআরডি মন্ত্রী কৃষেণ্দু পাল, আইডব্লিউএআই-এর চেয়ারম্যান বিজয় কুমার, সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনার সাইমন ওং সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং পরিকাঠামো, রেল ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রের কর্পোরেট প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

# বিষ্ণুপুরে ডিজিটাল প্রতারণা মামলায় আরও ৩জন গ্রেফতার

বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ডিজিটাল প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে আরও একধাপ সাফল্য পেল বিষুওপুর থানার পুলিশ। এই মামলায় আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তদন্তের ভিত্তিতে ওড়িশার সুবর্ণপুর জেলায় অভিযান চালিয়ে এসআই আকাশ পাত্র কুলু প্যাটেল ও অভিসিক্তা মেহের নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন। একইভাবে, কেরলের কোঝিকোড জেলায় অভিযান চালিয়ে এসআই কৌশিক চৌবে মোহাম্মদ আফিফ নামে আরেকজন অভিযুক্তকে আটক করেন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

বর্তমানে তাদের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , এই চক্রের বাকি অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। উল্লেখ্য, এর আগে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এই একই মামলায় গুজরাট ও তেলেঙ্গানার চারজনকে গ্রেফতার করেছিল।

গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫, বিষ্ণুপুর শহরের আবরারমাঠ এলাকার বাসিন্দা শ্যামপদ মণ্ডল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে তিনি 'ডিজিটাল গ্রেফতার'-এর শিকার হয়েছেন।

প্রতারকরা তাকে ভয় দেখিয়ে অনলাইনে ১০,২১,০০০ টাকা হাতিয়ে নেয় এবং দাবি করে যে তিনি 'ডিজিটাল গ্রেফতার'-এর আওতায় রয়েছেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই বিষুওপুর থানার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয় এবং দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে বিষুওপুরে আনা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ জানায়, এই চক্রের মূল হোতাদের ধরতে আরও অভিযান চালানো হবে এবং শীঘ্রই পুরো চক্র ধরা পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

# "হিন্দু বিরোধী মানসিকতা" বলে মমতা—সরকারকে আক্রমণ লকেটের

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "হিন্দু বিরোধী মানসিকতা" বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। ইদের জন্য দুদিন ছুটি পুরসভার এই নির্দেশিকা নিয়ে উদ্ভুত বিতর্কের জেরেই লকেট এই মন্তব্য লেখেন।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেত্রী লকেট বুধবার জানান, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিরোধী মানসিকতাকে প্রকাশ করে এহেন নোটিশ"। মুসলিম তোষণের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংস করছে। মানুষ রামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেবকে আগামী কয়েকবছরের মধ্যে ভুলে যাবে বলেও আক্রমণ বিজেপি নেত্রীর।

কলকাতা হাইকোর্ট সঠিকভাবেই এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করেছে, এবং বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। বিজেপি সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

এবার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফিরহাদ হাকিম, আধুনিক যুগের সুহরাওয়ার্দী, কলকাতা পৌরসংস্থার স্কুলগুলিতে বিশ্বকর্মা পূজার ছুটি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেনযা হিন্দুদের, বিশেষত ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তে, ঈদ-উল-ফিতরের জন্য একদিনের পরিবর্তে দুইদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিরোধী মানসিকতাকে প্রকাশ করে এবং তার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকেও তুলে ধরে। একসময় যে মুসলিম ভোটব্যাংক তিনি নিশ্চিত বলে মনে করতেন, তা আজ কলকাতা মহানগর এলাকাতেও ফিকে হতে শুরু করেছে।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না যে, মুসলিমদের অবিরাম ছুটি নয়শিক্ষা ও কর্মসংস্থান দরকার। অতিরিক্ত ছুটি মানেই বাংলার মুসলমান শ্রমিকদের জন্য দৈনিক উপার্জনের ক্ষতি। পাশাপাশি, হিন্দুদের তাদের নিজস্ব পর্ব-উৎসব পালন থেকে বঞ্চিত করা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলিম তোষণের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংস করছে। যদি তিনি ক্ষমতায় থাকেন, তবে কিছু বছরের মধ্যেই আমাদের বাংলা চৈতন্য মহাপ্রভু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমি বলে চেনাই কঠিন হয়ে যাবে"।

## বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক সিটু অনুমোদিত চালক সংগঠনের

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সিটু অনুমোদিত কলকাতা ওলা-উবের অ্যাপ ক্যাব অপারেটার্স অ্যান্ড ড্রাইভারস ইউনিয়ন। রাস্তায় নামবে না প্রায় ৭ হাজার বাইক ট্যাক্সি ও অ্যাপ ক্যাব। বাইক ট্যাক্সির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া সরল করার দাবিতে তাঁদের এই ঘোষণা।

একাধিক দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে ১২ ঘণ্টার জন্য 'অফলাইন ডে' পালন করছে সংগঠন। ফলে অ্যাপ ক্যাব ও বাইক ট্যাক্সি মিলিয়ে প্রায় ৬ হাজার থেকে ৭ হাজার গাড়ি পরিষেবা দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

বর্তমানে গণপরিবহণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে অ্যাপ ক্যাব ও বাইক ট্যাক্সি। যাত্রী পরিবহণ থেকে শুরু করে পণ্য পরিবহণ, সবেতেই অ্যাপ ভিত্তিক চার চাকা ও দু"চাকার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। তাই সপ্তাহের ব্যস্তদিনে রাস্তায় গাড়ি অমিল থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়বেন যাত্রীরা।

সংগঠনের কর্তারা জানান, একদিকে যেমন যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হবে, অন্যদিকে বাইক ট্যাক্সি চালকরাও বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছেন। হাতে আর মাত্র একমাস রয়েছে। তার মধ্যে হাজার হাজার বাইক ট্যাক্সির বাণিজ্যিক পারমিট পাওয়া সম্ভব নয়। এই পেশার উপরেই চলছে তাঁদের সংসার। তাই ১ এপ্রিল থেকে বড় অঙ্কের জরিমানা হওয়ার চিন্তায় কাঁটা হয়ে রয়েছেন সকলেই।

## উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দেহ তল্লাশিতে আরও জোর দেওয়া হবে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মাধ্যমিক পরীক্ষার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দেহ তল্লাশিতে আরও জোর দেওয়া হবে। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হবে। তারপরই পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের।

আগামী ৩ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা চলবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে একথা জানানো হয়েছে।

মাধ্যমিকের সময় পরীক্ষা হলে মোবাইল বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিন গ্যাজেট ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করার কথা জানিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তারপরও পরীক্ষার হল থেকে মোবাইল-সহ ১৯ জন পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। বাতিলও করা হয় তাদের পরীক্ষা। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তল্লাশিতে বাড়তি জোর দিচ্ছে সংসদ।

সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। তবে তল্লাশির কারণে পরীক্ষার্থীদের ১ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ সকাল ৯টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এবারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯ হাজার। গতবারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ। অর্থাৎ গতবারের চেয়ে এবারে প্রায় ২ লক্ষ পরীক্ষার্থী কম। ছাত্রদের তুলনায় এবারে ছাত্রীর সংখ্যা ৪৭ হাজার ৫৭১ জন বেশি। এবারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পড়ুয়ার সংখ্যা ৫২৮ জন। এবারে মোট ৬২টি বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে। গত বছর ছিল ৬০টি। এবারে এআরটিআই এবং ডিটিএসসি এই দুটি বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে।

## বহরমপুরে বিপুল পরিমাণ কার্তুজ ও বন্দুক উদ্ধার

মুর্শিদাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিপুল পরিমাণ কার্তুজ ও বন্দুক উদ্ধার হল বহরমপুরে। বুধবার গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। মোট ১৩০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম সোহম রেজা (২৪)। তিনি জলঙ্গি পাড়ার বাসিন্দা। বুধবার সকালে বহরমপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে অস্ত্র পাচারের অভিযোগ এসেছিল। সেই মতো বহরমপুর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকার রাস্তায় নজরদারি শুরু হয়। এক ব্যক্তি বাস থেকে নেমে হাঁটছিলেন। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে পাকড়াও করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ।

তাঁর সঙ্গের ব্যাগ তল্লাশি চালাতেই হতবাক হয় পুলিশ। ব্যাগ থেকে ১৩০ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া যায়। এছাড়াও মেলে আটটি ম্যাগাজিন, চারটি সেভেন এমএম পিস্তল। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে ওই অস্ত্র ও গুলি নিয়ে আসছিলেন। সেগুলি বাংলাদেশ পাচারের পরিকল্পনা ছিল। আরও জানা গিয়েছে, ওই বন্দুকগুলি মুঙ্গের থেকে আনা হয়েছিল।

## পানাগড়ে দুর্ঘটনায় তরুণীর মৃত্যু: সহকর্মীর জবানবন্দি

দুর্গাপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পানাগড়ে তরুণী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ৩ দিন পরও অধরা অভিযুক্তরা। এই ঘটনায় ধোঁয়াশা ক্রমশ বাড়ছে। বুধবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মৃতার গাড়িতে থাকা এক সহকর্মীর জবানবন্দি গ্রহণ করায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

এদিকে, এই ঘটনা জাতীয় সড়কে নারী সুরক্ষার বিষয়টি ফের প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। এসইউসিআই নেত্রী সুচেতা কুণ্ডু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একটি মেয়ের মৃত্যু হল, অথচ পুলিশ নির্বিকার। নারী সুরক্ষার অবস্থান এই ঘটনাই প্রমাণ করে। ৩ দিন কেটে গেলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। বিষয়টি রহস্যজনক। অনুমান, জাতীয় সড়কে তরুণীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে।

তবে পুলিশের দাবি, তদন্ত চলছে। আসানসোল-দুর্গাপুরের ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান, গাড়িতে থাকা মৃতার এক সহকর্মীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।

## দলীয় বিধায়ককে প্রকাশ্য সভায় নজিরবিহীন নিশানা সাংসদ মহুয়ার

নদিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুধবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য্যর বিধানসভা এলাকার বার্নিয়া অঞ্চলে একটি কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন মহুয়া মৈত্র। সেখান থেকে নাম না করে পলাশিপাড়ার বিধায়ককে বেনজির আক্রমণ শানান তিনি।

তৃণমূল সাংসদ নিজেই জানান, এর আগে কাউকে এমন কথা বলেননি। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর কথায়, "যার জন্য দল কালিমালিপ্ত হয়েছে, যার জন্য সরকার প্রায় পড়ে গিয়েছে, আজ অবধি কেস চলছে, এফআইআর হয়েছে, চার্জশিট হয়ে গিয়েছে, তারা ভোটের আগে এলাকায় ঢুকবে, মিটিং করবে! আমাদের তা-ই মেনে নিতে হবে? আমরা কি মরে গিয়েছি?"

সভায় উপস্থিত নেতা-কর্মীদের দিকে প্রশ্ন ছোড়েন মহুয়া। বলেন, "কী মনে হয় আপনাদের? আমি এগুলো বলি না, কোনও দিন বলি না। আজ বাধ্য হয়ে বলছি। যারা দলকে কালিমালিপ্ত করেছে, এরা ডাকাত, রঘু ডাকাত।"

মহুয়া বলেন, "এরা ছিঁচকে চোর নয়, পকেটমার নয়, ওর বৌ চোর, ছেলে চোর, চোদ্দোগুষ্টি চোর।" কর্মীদের উদ্দেশে আবার প্রশ্ন ছুড়ে মহুয়া বলেন,

# শিবরাত্রি ব্রত পালনে বাঁকুড়ায় ভক্তদের ভিড়

বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): মহাদেবের আরাধনায় শিবরাত্রি ব্রত পালনে মেতে উঠেছে বাঁকুড়া। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রাচীন শিবমন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে। এক্তেশ্বর শিবমন্দিরের পাশাপাশি হরেশ্বরমেলা, পোদ্দারপাড়া জোড়া শিবমন্দির, গঙ্গাধর শিবমন্দির, হংসেশ্বর মন্দিরে পূণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

শিবরাত্রি উপলক্ষে বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায় বসেছে মেলা। শালতোড়ার ছাতাপাথর গ্রামে যোলআনার উদ্যোগে আয়োজিত মেলা বেলা ১২টা নাগাদ হোমের মাধ্যমে শুরু হয় এবং চলবে আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত। কলকাতার এক যাত্রাদল তাদের যাত্রাপালার মাধ্যমে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেবে।

পর্যটনকেন্দ্র বিহারীনাথেও এই বিশেষ দিনে শিবভক্তদের ভিড় দেখা যায়। দুর্গাপুর ব্যারেজের কাছে বড়জোড়ার প্রতাপপুর শিবমন্দিরেও ছিল একই চিত্র। সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে বহু মানুষ বেলিয়াতোড়ে শিবরাত্রির পুজো ও মেলা দেখতে আসেন। গত ১৭ বছর ধরে এই মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ নির্মিত পাত্রসায়েরের কালি কালিঞ্জয় শিবমন্দিরেও শিবরাত্রির পূজা ঘিরে ছিল জমজমাট পরিবেশ। জেলার শিবভক্তদের জন্য এই মন্দির বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

এদিন বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর ও বিষ্ণুপুরের ষাঁড়েশ্বর শিবমন্দিরে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমাগম হয়। প্রায় ১০০০ বছরের প্রাচীন ওন্দার বহুলাড়া সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির ও গোগড়ার পাতালেশ্বর শিবমন্দিরেও একইভাবে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে।

## আত্মীয়া খুন, ধৃত মা-মেয়ের জেল হেফাজত, বারাসাত আদালতে হবে মামলার শুনানি

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কুমোরটুলি কাণ্ডে ধৃত মা এবং মেয়ের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হল। বুধবার তাঁদের তোলা হয়েছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। বিচারক দুজনকে ১ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ব্যাঙ্কশাল আদালত কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত কেস ডায়েরি মধ্যমগ্রাম থানার হাতে তুলে দিতে হবে। বারাসাত আদালতে হবে এই মামলার শুনানি। বৃহস্পতিবার থেকেই তার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রসঙ্গত, এদিনই অন্যতম ধৃত ফাল্গুনী ঘোষকে নিয়ে নর্থ পোর্ট থানার পুলিশ ফরেনসিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মধ্যমগ্রামে গেছিল। যে বাড়িতে ধৃতরা ভাড়া থাকতেন সেই বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত জমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে খুনে ব্যবহৃত ইট।

আরও বেশ কিছু জিনিস ঘটনাস্থল এবং আশপাশ থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তার মধ্যে রয়েছে ধৃতদের মোবাইল, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং ভ্যানিটি ব্যাগ। তবে যে অস্ত্র দিয়ে পা কাটা হয়েছিল সেটা উদ্ধার হয়নি। এই কাজে ফাল্গুনীদের কেউ সাহায্য করেছিলেন নাকি তাঁরা নিজেরাই এই কাজ করেছেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## মমতার ইন্ডোরের সভা দেখানোর ব্যবস্থা রাজ্যজুড়ে, দিনভর ব্যস্ততা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনের সামগ্রিক কৌশল নিয়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য সম্মেলনের বক্তব্য যাতে বুথ স্তরের দলীয় কর্মীরাও দেখতে পান তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার এ কারণে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের ছিল দিনভর ব্যস্ততা।

দলের সাংসদ থেকে পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি সমস্ত শাখা সংগঠনের জেলা পর্যায়ের নেতৃত্ব আগামী বৃহস্পতিবার ইনডোরে আসছেন। সব মিলিয়ে ১৯ হাজারের বেশি প্রতিনিধি ২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবারের রাজ্য সম্মেলনে আসছেন। তাই ইনডোরের চারপাশ ও ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র ঘিরে ২০টির বেশি বড় পর্দা বসানো হচ্ছে। সূত্রের খবর, জেলায় জেলায় বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে নেত্রীর বক্তব্য সরাসরি বড় পর্দায় এলাকার সাধারণ কর্মীদের দেখানোর ব্যবস্থা করছে সেখানকার দলীয় নেতৃত্ব। সকাল ১১টায় প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হবে, দুপুরে নেত্রীর বক্তব্য দিয়েই শেষ হবে। মূল লক্ষ্য, দূরের জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা যাতে ওই দিনই বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। বুধবার থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা কলকাতা পৌঁছে তৃণমূল ভবনে যোগাযোগ করে ডেলিগেট কার্ড সংগ্রহ করেন।

## ইদের দু'দিনের ছুটির নির্দেশিকা, শুরু চাপান উতোর

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):ইদের জন্য দুদিন ছুটি পুরসভার এই নির্দেশিকা নিয়ে রীতিমত চাপান উতোর শুরু হয়েছে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে। পুর-আধিকারিককে শো কজ করেও কমেনি সেই বিতর্কের মাত্রা।মঙ্গলবার সন্ধেয় কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের এডুকেশন ম্যানেজারের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে বলা হয়, কলকাতা পুরসভা এলাকার অধীনে থাকা হিন্দি স্কুলগুলিতে এবারে ইদের জন্য দুদিন (৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল) ছুটি থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কারভাবে এও লেখা হয় যে, ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোয় আলাদা করে কোনও ছুটি দেওয়া হবে না। সেটা ইদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে।বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল তৈরি হয়। মাঠে নেমে পড়ে পদ্মশিবির। তোষণের রাজনীতি করতেই এহেন নির্দেশ বলে আক্রমণ। কীভাবে কলকাতা পুরসভার ছুটি নিয়ে এমন নির্দেশিকা জারি করতে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। বুধবার সকালে এক ভিডিও বার্তায় বিজেপির অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সারা দেশে ইদের ছুটি একদিন। অথচ কলকাতায় বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি বাতিল করে ইদের ছুটি দুদিন করা হল। আমরা কি বাংলাদেশে বসবাস করছি নাকি?' জগন্নাথ এও বলেন, 'কলকাতা পুরসভার এই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যেকটি সনাতনীকে আঘাত করেছে। ভাবুন। ২৬ এ তৃণমূলকে বাংলা থেকে বিদায় করুন, না হলে বাংলা থেকে আপনাকে বিদায় হতে হবে।'পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'এটা সামগ্রিকভাবে পুরসভার সিদ্ধান্ত নয়, একজন আধিকারিক কারওর অনুমতি না নিয়ে এই ধরনের একটি স্পর্শকাতর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন।

# হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

## মিষ্টি আলুর জিলাপি

বিদায় নিচ্ছে শীত। তবুও শীতের সবজি এখনও বাজারে ভরপুর। বিশেষ করে বাজারে মিষ্টি আলু দেখলে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেই মিষ্টি আলু দিয়ে কী তৈরি করবেন, ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কেনা হয় না। অথচ রাঙা আলু দিয়ে অনেক সুস্বাদু পদ রান্না করা যায়-

অনেকেই মিষ্টি আলুর পিঠা, পায়েস খেয়ে থাকবেন। মিষ্টি আলু খাবার তৈরির জন্য যে উপযোগী সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পুরনো রেসিপির পাশাপাশি মিষ্টি আলু দিয়ে একটি নতুন রেসিপি 'মিষ্টি আলুর জিলাপি' তৈরি করতে পারেন। দেখতে কিছুটা ছানার জিলাপির মতো হলেও স্বাদ অনেক ভিন্ন। মিষ্টি আলুর জিলাপি আরও বেশি নরম হয়। এটি মুখে দিলেই গলে যাওয়ার আরাম পাওয়া যাবে। কীভাবে এই রেসিপি তৈরি করবেন?

উপকরণ- মিষ্টি আলু ২৫০ গ্রাম
গুঁড়ো দুধ তিন টেবিল চামচ
ময়দা এক টেবিল চামচ
সুজি এক টেবিল চামচ
ছোট এলাচ তিনটি
জাফরান ১/৪ চা চামচ
বেকিং সোডা এক চিমটি
ঘি এক টেবিল চামচ
চিনি এক কাপ
কুচানো পেস্তা বাদাম এক টেবিল চামচ
পানি দেড় কাপ
ভাজার জন্য সাদা তেল

প্রস্তুত প্রণালি- মিষ্টি আলুর খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে একটি পাত্রে গরম পানিতে আধা সেদ্ধ করতে হবে। এবার একটি পাত্রে প্রথমে আধা সেদ্ধ মিষ্টি আলু স্ক্র্যাপ করে নিয়ে তাতে গুঁড়ো দুধ, ময়দা, সুজি ও বেকিং সোডা দিন। এলাচের দানা বের করে থেঁতো করে নিয়ে ওই মিশ্রণে দিয়ে ভালভাবে মাখিয়ে নিয়ে তাতে ঘি দিয়ে ঠেসে চাপা দিয়ে রেখে দিন।

এরপর একটি কড়াইয়ে চিনি, জল, জাফরান ও তিনটি এলাচের খোসা দিয়ে ফুটতে দিন। মাঝেমাঝে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। চিটচিটে ভাব এলে চুলার জ্বাল বন্ধ করুন। এবার মিষ্টি আলুর মিশ্রণে তিন টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, এক টেবিল চামচ ময়দা, এক টেবিল চামচ সুজি, এক চিমটি বেকিং সোডা ও এক টেবিল চামচ ঘি দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার ছোট ছোট লেচি কেটে সেগুলোকে হাতে করে পাকিয়ে লম্বাটে নলের মতো আকৃতি দিন। তারপরে সেগুলোকে একপাশ থেকে জিলাপির মতো পেঁচিয়ে নিন।

এরপরে কড়াইয়ে তেল দিয়ে কয়েক বারে অল্প অল্প করে জিলাপি ভেজে তুলুন। গরম অবস্থাতেই চিনির রসে ডুবিয়ে দিন। তবে খেয়াল রাখবেন চিনির রসও হালকা কুসুম গরম থাকতে হবে। না হলে রস জিলাপির ভিতরে ঢুকবে না। জিলাপি ৪-৫ ঘণ্টা রসে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপরে রস থেকে তুলে জিলাপির উপরে রস এবং পেস্তা বাদামের কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন মজাদার 'মিষ্টি আলুর জিলাপি'।

## চাঙ্গা থাকতে রোজ মেনুতে থাকুক সেদ্ধ সবজি

প্রাচীনকাল থেকে একটা বিশ্বাস রয়েছে, তা হল খাদ্যতেই রয়েছে ওষুধের গুণ। সেই প্রাচীনকাল থেকে একটা বিশ্বাস রয়েছে, তা হল খাদ্যতেই রয়েছে ওষুধের গুণ। তাই দিদা-ঠাকুমারা দুপুরের পাতে শুরুতেই তেতো খাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করিয়েছেন। তেমনই একটি পথ্য হল পাতের শুরুতে একটা সেদ্ধ খাওয়া। সেটা যে কোনও সবজি হতে পারে। আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন- জার্নালে অনেক আগেই প্রকাশিত হয়ে সেদ্ধ সবজি ওষুধের মতো কার্যকর। এতে রয়েছে একাধিক গুণাগুণ যা নিত্য পথ্য হিসেবে গ্রহণ করলে সর্বোপরিভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব। একটা সোজা কথা হল, দিনের শুরুতেই প্রধান ভোজে যদি উপকারী উপাদানের অনেকটাই শরীরে যায় তবে সারাদিনের টক্সিনের প্রবেশ কম হয়। আর সেই গুণ রয়েছে বেশ কিছু সবজিতে। তাই রোজ লাঞ্চের শুরুতে থাকুক সেদ্ধ। নানা দিক থেকে সুফল মেলে

পুষ্টি বজায় থাকে- সেদ্ধ খাবারে ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সংরক্ষিত থাকে, তাই খেলে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি হয় না, ইমিউনিটিও বাড়ে। ফ্রি-রাডিক্যা লস থেকে শরীরকে মুক্ত রাখে। ফলে বড় রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে না। ওজন কমাতে ওডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে- সাধারণত সেদ্ধ সবজি খেলে শরীরে তেল-মশলা একেবারেই যায় না, ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে ও ডায়াবেটিক রোগীদের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে।

অ্যাসিডিটি কমে- যেহেতু সেদ্ধ খাবার সহজপাচ্য তাই এই খাবার হজম করতে শরীরের অ্যাসিড তৈরির প্রয়োজন পড়ে না। তাই অ্যাসিডিটির সমস্যা থেকে পেটে ব্যথা নিরাময়ে অত্যন্ত কার্য্যকর সেদ্ধ খাবার। পেট জ্বালা কমায়- পেটে প্রদাহের কারণে অনেক সময়ই পেট জ্বালার সমস্যা দেখা দেয়। সেদ্ধ করে খেলে নানা ব্যাকিটিরিয়া প্রবেশের সম্ভাবনা কমে। ত্বকের জন্য ভালো- অতিরিক্ত তেল-মশলাদার খাবারে ত্বকের ভীষণ ক্ষতি হয়। সেই জায়গায় সেদ্ধ খাবার ত্বকের ড্যামেজ প্রতিহত করে উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে কার্যকর। এতে জলের পরিমাণ বেশি থাকে, যা ত্বকের সমস্যা মেটায়। বিশেষত, গাজর, পালংশাক, টম্যাটো, বিট, মিষ্টি আলুতে এই উপকারিতা রয়েছে। কিডনি স্টোন প্রতিরোধে- যাঁদের কিডনি স্টোন রয়েছে তাঁদের সেদ্ধ খাবার খুবই উপকারী। কারণ খাবার সেদ্ধ করলে খাবার থেকে অক্সালেট বেরিয়ে যায়। এই উপাদানই শরীরে গিয়ে স্টোন তৈরি হলে সাহায্য করে। তাই সেদ্ধ খেলে স্টোনের ঝুঁকি অনেক কমে।

কীসে কী উপকার?

কুমড়ো- এতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, বি-টু, ই, কে, আয়রন ইত্যাদি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে কুমড়ো।

সেদ্ধ পটল- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফ্ল্যাভোনয়েড প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। যা ত্বক ভালো রাখে ও হজমক্ষমতা বাড়ায়। পাচনতন্ত্র ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

উচ্ছে- নিয়মিত উচ্ছে সিদ্ধ খেলে রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, শিশুদের কৃমির সমস্যা প্রতিহত করা যায়। সিদ্ধ উচ্ছে ভাজা উচ্ছের চেয়ে শতগুণে উপকারী। লিভার, ত্বক ভালো রাখতে কার্যকর।

পেঁপে- এতে পাপাইন নামক এনজাইম আছে, যা হজমে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাসের সমস্যা দূর করে। পেটের জন্য খুবই ভালো। অ্যাসিডিটি কমায়, আইবিএস ও আইবিডি- এর মতো সমস্যা প্রতিহত করে। এতে ভিটামিন সি রয়েছে যা ভাইরাল সংক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করে।

রাঙাআলু- ফাইবার, ক্যালশিয়াম ওম্যাগনেশিয়ামে ভরপুর। হাড়ের জন্য ভালো, হার্ট ও চোখ ভালো রাখে। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, সুগার রোগীরাও খেতে পারেন। পালং শাক- এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক রয়েছে। সিদ্ধ করে খেলে এই উপাদানগুলি সরাসরি শরীরে পৌঁছয়। পালং শাকে অক্সালেট থাকে যা সিদ্ধ করলে কমে যায় এর ফলে আয়রন ও ক্যালশিয়াম আরও সহজলভ্য হয়। অস্টিওস্পোরোসিস, আর্থ্রাইটিস ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

টাটকা সবজি মহাষৌধি গুণে সমৃদ্ধ। ঢ্যাঁড়শ- এতে রয়েছে প্রচুর পলিফেনল, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। যার ফলে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে। প্রচুর ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম আছে।

গাজর- এতে বিটাক্যারোটিন আছে। যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয় ও তা থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ে।

বিটরুট- এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি৬, সি, কে এবং আয়রন। লিভার ভালো রাখতে এই মতো ভালো কিছু হবে না।

শিম- ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, খারাপ কোলেস্টেরল কমায় ও কোলন ক্যানসার প্রতিরোধ করে।

তাই খাবার পাতের শুরুতে রোজ একটা করে সেদ্ধ সবজি রাখুন, যা ওষুধের মতো কার্যকর হতে পারে সকলের জন্য।

## বিয়ের আগে পরস্পরকে যে প্রশ্নগুলো করা জরুরি

বিয়ের সিদ্ধান্ত খুব সহজেই নেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ এটি সারা জীবনের একটি বিষয়। যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন তাহলে তার মাশুল দিতে দিতেই জীবন কেটে যাবে। তবে এটি ঠিক যে, একসঙ্গে না থাকলে একজন মানুষকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হয় না। তাই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হয় কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই। বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হবু বর ও কনে নিজেদের মধ্যে কিছু বিষয়ে আলোচনা করে নিতে পারেন। শুরুতে কিছু প্রশ্নের উত্তর জেনে নিলে পরবর্তীতে ঝামেলা বাঁধার ভয় থাকে কম। কিছু বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানাতে হবে। আপনি কতটুকু পারবেন, কতটুকু পারবেন না অর্থাৎ আপনার সামর্থ্য সম্পর্কেও ধারণা দিতে হবে। যদি আপনাদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই প্রেমের সম্পর্ক থাকে তারপরও বিয়ের আগে একে অপরের কাছ থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিন-

বিয়ের জন্য প্রস্তুত?

বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি জরুরি। তাই বিয়ের আগেই এ বিষয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করবেন। যদি অপরজনের মনে কোনো ধরনের দ্বিধা থাকে তবে সেকথাও জেনে নিন। দু'জনে মিলে সেই দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। যদি সে এখনই বিয়ের জন্য প্রস্তুত না হয় তবে কিছুটা সময় দিন। একই বক্তব্য আপনার ক্ষেত্রেও। মনের মধ্যে সংশয় নিয়ে বিয়ে করবেন না। আগে ভালোভাবে ভেবে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

## ফাউন্ডেশনেই লুকিয়ে আছে বিপদ?

সাজগোজ করতে ভালোবাসেন অনেকেই। প্রায় প্রতিদিনই মেকআপ করেন। কমপক্ষে ৯-১০ ঘণ্টা টানা মেকআপ করে থাকেন। মেকআপ করছেন মানেই ফাউন্ডেশন একেবারে বাধ্যতামূলক। স্কিনটোন অনুযায়ী বেছে বেছে ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর তো লাগছে। ত্বকের ক্ষতি হচ্ছে? নাকি প্রতিদিন ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলেও তেমন কোনও ক্ষতি হচ্ছে না? জেনে নিন কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ১. প্রতিদিন ফাউন্ডেশন ব্যবহারের ফলে রোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে ব্রণর সমস্যা বাড়তে পারে। ২. ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর না পরিষ্কার করলে ত্বকে ময়লা বসে যেতে শুরু করে। তার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা কমতে থাকে। ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস এবং ব্রণর সমস্যা বাড়ে। ৩. দিনের পর দিন ফাউন্ডেশন ব্যবহারের ফলে ত্বকের সমস্যা হতে পারে। ত্বকে লালভাব, চুলকানি হতে পারে। সেক্ষেত্রে তড়িঘড়ি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ৪. ফাউন্ডেশন অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ত্বক আর্দ্রতা হারায়। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারাতে থাকে ত্বক। ৫. সময়ের চেয়ে অনেক আগে ত্বক বুড়িয়ে যাওয়ার নেপথ্য কারণও হতে পারে ফাউন্ডেশনের অতিরিক্ত ব্যবহার।

## রোজের ৫ অভ্যাস অজান্তেই বাড়িয়ে দিতে পারে রক্তের শর্করার মাত্রা

অনেকে মনে করেন, মিষ্টির প্রতি অগাধ ভালবাসাই ডায়াবিটিসের এক মাত্র কারণ। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে মিষ্টি খেতে বারণ করেন চিকিৎসকেরা। কারণ অত্যধিক মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তবে রোজের কিছু অভ্যাসেও ডায়াবিটিস বাসা বাঁধে শরীরে। বাড়িতে কারও, বা নিজের ডায়াবিটিস থাকলে রোগের ঝুঁকি এড়াতে কোন কোন অভ্যাসে বদল আনবেন?

১. অনেকেই অফিস যাওয়ার তাড়ায় প্রাতরাশ না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকার কারণে কিন্তু শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই প্রাতরাশ করতে হবে পেট ভরে। ২. ব্যস্ত জীবনে ঘুমের সঙ্গে আপস করেন অনেকে। অপর্যাপ্ত ঘুম নানা রোগবালাই ডেকে আনে। শরীর সুস্থ রাখতে যে পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজন, তার চেয়ে কম হলে ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সে দিকে অতি অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরি। ৩. দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করলেও ঝুঁকি বাড়ে ডায়াবিটিসের। শরীর যত সচল রাখবেন, ততই ডায়াবিটিস দূরে থাকবে। এক জায়গায় বসে বসে কাজ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যত পারবেন শরীর সচল রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত শরীরচর্চ করুন। বসে বসে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু হাঁটাচলা করে নিন। তার পরে না হয় আবার কাজে বসুন। মানসিক চাপের কারণেও ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন অনেকে।

## মধু কার্যকরী বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কোনও দ্বিমত নেই

মধু কার্যকরী সে বিষয়ে অবশ্য বিশেষজ্ঞদের কোনও দ্বিমত নেই। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই মধু থাকে। শীতকালে কাশি হোক কিংবা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা — মধুর বিকল্প নেই বলেই ভাবেন কেউ কেউ। তার উপর আবার সোশাল মিডিয়ায় মধুর গুণাগুণ নিয়ে প্রচারের শেষ নেই। আর তার ফলে মধুর চাহিদা যেন দিন দিন বাড়ছে। মধু কার্যকরী সে বিষয়ে অবশ্য বিশেষজ্ঞদের কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু কেউ কেউ বলছেন, মধু নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় যা প্রচার হয় — তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। আর তা থেকেই ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। কেউ কেউ মনে করেন কৌটোজাত মধুর তুলনায় সদ্য মৌচাক থেকে পাওয়া মধুর গুণ অনেক বেশি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন শোনা যায় ঠিক। তবে গবেষণায় এমন কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসাই ভালো। সব ধরনের মধুরই অল্পবিস্তর গুণাগুণ রয়েছে।

অনেকেই ভাবে মধু নাকি মরশুমি অ্যালার্জি সারাতে পারে। আর তার জেরে হওয়া জ্বরের উপশম হিসাবেও মধুর কোনও বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, মধু মরশুমি অ্যালার্জি সারাতে পারেন এমন কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। এটি নিছকই ভ্রান্ত ধারণা।

অতিরিক্ত পরিমাণ চিনি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই অনেকে চিনির বদলে মধু খাওয়ার কথা বলেন। কারও কারও ধারণা, মধু কোনও খাবারে দিলে মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যাবে। অথচ কোনও ক্ষতি হবে না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চিনি শরীরের ক্ষতি করে আর মধু করে না, সেরকম কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। তাই বেশি পরিমাণ চিনি খাওয়াও যেমন অনুচিত। তেমনই আবার অতিরিক্ত মধুও শরীরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। দূষণের জেরে আমাদের শারীরিক নানা ক্ষতি হয়। অনেকেই মনে করেন শরীরে থাকা দূষিত টক্সিন বের করার ক্ষেত্রে মধুর নাকি ভূমিকা রয়েছে। তাই গরম চায়ে মধু মিশিয়ে খান অনেকেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, চায়ে মধু মিশিয়ে পান করতেই পারেন। তবে তা শরীরকে টক্সিন মুক্ত করতে আদতে কতটা কাজ দেয় সে বিষয়ে কোনও তথ্য গবেষণায় পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ ভাবেন ক্ষত সারাতে সাহায্য করে মধু। বিশেষত কেটে যাওয়া কিংবা পুড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে মধু কাজে লাগানো যেতে পারে। আদৌ মধুকে অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে কাজে লাগানো যায় কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে খোদ বিশেষজ্ঞদের।

## কতক্ষণ ব্যবহার করবেন হেডফোন?

যত দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে হেডফোনের ব্যবহার। বাস, ট্রেন, মেট্রো — অধিকাংশের কানেই হেডফোন। তার ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা। পরিসংখ্যান বলছে, বছরে কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ মানুষের মৃত্যু হয় ট্রেনের ধাক্কায়। কমছে শ্রবণ ক্ষমতা। এমনকি মস্তিষ্কের কার্য্যক্ষমতাও কমতে থাকে। মটর নিউরোনের মতো সমস্যাও বাড়ছে। আর তা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সাধারণ মানুষের সুস্থতায় হেডফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্র। ১. অযথা ব্লুটুথ হেডফোন ববহার কমাতে হবে। খুব মৃদু আওয়াজে সারাক্ষণ হেডফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। ২. যদি কোনও কারণে যদি হেডফোন ব্যবহার করতে হয় তবে শব্দমাত্রা ৫০ ডেসিবলের বেশি যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ৩. প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি হেডফোন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তবে কখনই একটানা হেডফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। ৪. ভালো হেডফোন ব্যবহার করুন। যাতে অল্প ভলিউমেও ভালো শব্দ শোনা যায়। ৫. শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্ক্রিন টাইম কমাতে হবে। অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করার ফলে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার ক্ষমতা কমে যায় শিশুদের। ৬. শিশুরা এখন মাঠে খেলাধূলা করার সুযোগ পায় না। তাই তারা অনলাইন গেমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। শিশুদের অনলাইন গেমের প্রতি ঝোঁক কমাতে হবে। ৭. সোশাল মিডিয়া ব্যবহার কমাতে হবে। তার পরিবর্তে সময় দিন পরিবারকে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান। ৮. যেকোনও অনুষ্ঠানে গান বাজানো হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মাথায় রাখতে হবে শব্দমাত্রা যেন ১০০ ডেসিবলের বেশি না হয়। ৯. কানে শোনার সমস্যা হলেই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ১০. শোনার সমস্যা তৈরি হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো প্রয়োজনে হিয়ারিং এড ব্যবহার করতে হবে। না হলে মানসিক ভারসাম বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

## আয়নায় শুধু নিজের মুখ দেখলেই তো হবে না, তাকেও পরিষ্কার রাখতে হবে

আয়নায় নিজের মুখই দেখতে পাচ্ছেন না। জলের বিন্দু শুকিয়ে গিয়ে কিংবা টিপের আঠা লেগে আয়না ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। বেসিনের উপর শৌচাগারে রাখা আয়নাটিকে নিয়ে তো আরও সমস্যা। গরম জলের বাষ্প লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কাচ ঝাপসা হয়ে যায়। তাড়াহুড়ো থাকলে রোজ পরিষ্কার করাও সম্ভব হয় না। কিন্তু আয়নাতে যদি নিজেকে দেখাই না যায়, তা হলে আয়নার কাজটাই বা কী? আয়নায় নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে, তা দেখতে গেলে বৃহদাকার আয়না কিনে ঘরে সাজিয়ে ফেললেই হবে না। প্রতি সপ্তাহে তা পরিষ্কার করতে হবে। আয়না এত স্বচ্ছ যে তার গায়ে দাগ বা ছোপ পড়লে তা সহজেই চোখে পড়ে। খবরের কাগজ ভিজিয়ে আয়না পরিষ্কার করেন অনেকেই। বাজারে নানা রকম তরল জিনিসপত্রও পাওয়া যায়, আয়না পরিষ্কার করার। এ ছাড়া ঘরোয়া আর কোন কোন পদ্ধতিতে আয়না পরিষ্কার করা যেতে পারে? ১) বেকিং সোডা, ভিনিগার :- বেকিং সোডার সঙ্গে সাদা ভিনিগার মিশিয়ে ঘন একটা মিশ্রণ তৈরি করুন। আয়নায় তা মাখিয়ে রাখুন। মিনিট দশেক পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিন। কাচ সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২) ট্যালকম পাউডার :- স্নান সেরে অনেকেই ঘাড়ে, গলায় পাউডার মাখেন। সাধারণত গরমকালে পাউডার মাখার প্রবণতা বেড়ে যায়। নিজে মাখতে মাখতে আয়নার গায়েও সামান্য পাউডার মাখিয়ে নিতে পারেন। তার পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই কাচ একেবারে ঝকঝক করবে। ৩) দাঁত মাজার মাজন:-সম পরিমাণে মাজন এবং জল মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। আয়নায় মাখিয়ে রাখুন। মিনিট দশেক পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। কাচ নতুনের মতো ঝকঝক করবে।

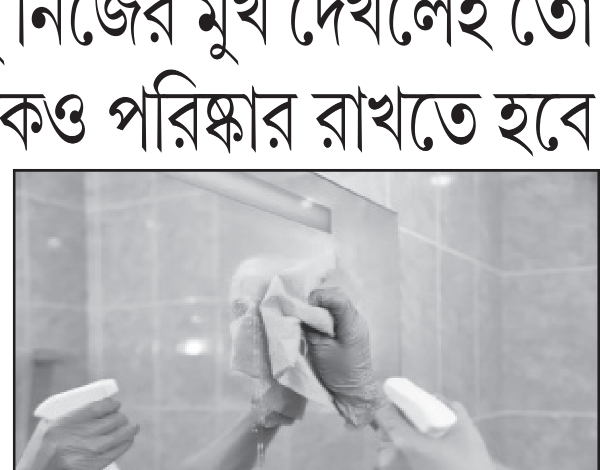

বুধবার শিব রাত্রি উপলক্ষ্যে ভক্তদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

# জন বার্লা-সহ বাংলার ৩২ বিজেপি নেতার নিরাপত্তা প্রত্যাহার কেন্দ্রের

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের ৩২ জন বিজেপি নেতার নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য ভাবে আছেন জন বার্লা, (প্রাক্তন) আইপিএস দেবাশিস ধর, শঙ্কুদেব পাণ্ডা-সহ মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপি সভাপতিরা। প্রত্যেকেই তিন থেকে ছয় জন করে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী পেতেন।

এছাড়াও একাধিক সাংসদ পদপ্রার্থীরা এই তালিকায় রয়েছেন। বুধবার এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। তবে হঠাৎ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই সিদ্ধান্ত কেন নিল, তা নিয়ে মুখ খুলছেন না কেউই।

রাজ্যের যে সব বিজেপি নেতার নিরাপত্তারক্ষী তুলে নেওয়া হল তাঁদের তালিকা -

১) তপশিলি জাতি-উপজাতির জাতীয় কমিশনের সহ-সভাপতি অরুণ হালদার
২) কোচবিহারে বিজেপির রাজ্য কোর কমিটির সদস্য অভিজিৎ বর্মন
৩) দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস
৪) বিজেপির রাজ্য নেতা অজয় রায়
৫) নদিয়ার জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস
৬) উলুবেড়িয়ার সাংসদ পদপ্রার্থী অরুণোদয় পাল চৌধুরী
৭) আরামবাগের সাংসদ পদপ্রার্থী অরূপকান্তি দিগর
৮) দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ও মাজিলপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি নেতা অশোক কাণ্ডারি
৯) জগদীশপুরের বিজেপি নেতা অশোক পুরকায়স্থ
১০) দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজেপি নেতা মন্দির ব্রজ
১১) উত্তর দিনাজপুরের বিজেপি জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার
১২) বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে
১৩) বিজেপির রাজ্য যুগ্ম আহ্বায়ক দেবব্রত বিশ্বাস
১৪) ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা দেবাংশু পাণ্ডা
১৫) বিজেপির বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস ধর
১৬) বিজেপির মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষ
১৭) দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজেপি নেতা দীপক হালদার
১৮) বিজেপির রাজ্য নেতা জয়দীপ ঘোষ
১৯) বিজেপির রাজ্য নেতা জীবেশচন্দ্র বিশ্বাস
২০) আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লা
২১) বিজেপি নেতা লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়
২২) মুর্শিদাবাদের বিজেপি নেতা নির্মল সাহা
২৩) মুর্শিদাবাদের বিজেপি নেতা নিভাস
২৪) রাজ্যের বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়
২৫) বিজেপির রাজ্যের আহ্বায়ক পলাশ রানা
২৬) বোলপুরের বিজেপি সাংসদ পদপ্রার্থী পিয়া সাহা
২৭) ঝাড়গ্রামের বিজেপি নেতা প্রণত টুডু
২৮) বিজেপি নেত্রী প্রণতি মাঝি
২৯) বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল
৩০) বিজেপির রাজ্য নেতা শঙ্কুদেব পাণ্ডা
৩১) ঘাটালের বিজেপি জেলা সভাপতি তন্ময় দাস
৩২) কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস দাস।

# উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভাবনীয় অগ্রগতি নিয়ে এসেছে ভারতের "লুক ইস্ট" নীতি থেকে "অ্যাক্ট ইস্ট"-এ রূপান্তর: উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় বলেছেন, "কয়েক দশক আগে ভারত সরকার "লুক ইস্ট" নীতি চালু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একে "অ্যাক্ট ইস্ট"-এ রূপান্তরিত করেছেন। কারণ কেবল তাকিয়ে থাকাই যথেষ্ট হবে না; ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এবং যখন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন থেকে আমরা এক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি। বিমান ভ্রমণ হোক, বিমানবন্দর হোক, রেল যোগাযোগ হোক, সড়ক যোগাযোগ হোক, এমনকী ফোর-জি নেটওয়ার্কের সহজলভ্যতা --- এসবই এখন অরুণাচল প্রদেশের অগ্রগতির সূচক।"

অরুণাচল প্রদেশের কামলে জেলার কাম্পোরিজো সার্কেলে প্রথমবারের মতো যৌথ মেগা নিয়োকুম ইউলো উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী ধনখড় বলেন, "অরুণাচল প্রদেশে ৫০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এক মেগাওয়াট উৎপাদনের জন্য ১০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন, যার অর্থ অরুণাচল প্রদেশে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। কিরেনজির নিশ্চয়ই কোনো ম্যাজিক আছে, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন এবং আপনাদের সকলকে এই সুযোগটি গ্রহণ করতে, সহযোগিতা করতে এবং আমাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে আহ্বানে রেখেছেন। উপ রাষ্ট্রপতি বলেন, এই প্রেক্ষাপটের মধ্যে এখানে আসতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।"

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, 'ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং একজন বৌদ্ধ নেতাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদও দেওয়া হয়েছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্বজুড়ে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে।

তিনি বলেন, এই অগ্রগতি এই সত্যকে শক্তিশালী করে যে ভারত একটি অতুলনীয় জাতি, এবং আমাদের অবশ্যই জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই জাতীয় স্বার্থ, দেশের প্রতি উৎসর্গ বা সেবার সংকল্পের সঙ্গে কোনও পরিস্থিতিতেই আপস করা যাবে না।

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা তুলে ধরে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, "ভারতের মতো আর কোনও দেশ নেই। আজ যখন আপনারা "নিয়োকুম ইউল্লো" পালন করছেন, তখন সারা দেশে হোলি, বৈশাখী, লোহরি, বিহু, পোঙ্গল এবং নবন্নার মতো উৎসবও পালিত হবে। আমরা ভারতের যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের চিন্তাভাবনা ও ঐতিহ্য এক রয়েছে। তিনি আরও বলেন, "আজ ভারত একটি শক্তিশালী দেশ। কেউ আমাদের দিকে খারাপ দৃষ্টি দিতে পারবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবচেয়ে বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনারা সকলেই ভাগ্যবান যে আপনারা যার উপর আস্থা রেখেছিলেন তিনিও প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অর্জন করেছেন। ১৪০ কোটি মানুষের দেশে, যেখানে মাত্র দু"ডজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, সেখানে কিরেনজির বারবার অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে অরুণাচল প্রদেশের যে কোনও প্রেক্ষাপটে এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে ধারাবাহিক অগ্রগতি হয়েছে।"কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর অবদানের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "কিরেন রিজিজুজি কেন্দ্রের একজন বরিষ্ঠ ও শক্তিশালী মন্ত্রী। তিনি চারবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। আর সেজন্যই আমি বলছি, কিরেনজী, আপনি ফ্রন্টিয়ার হাইওয়ের কথা কল্পনা করেছিলেন। আপনার স্বপ্ন সত্যি হবেই। অরুণাচল প্রদেশের জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপনি যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন তা আমি জানি।"

উপরাষ্ট্রপতি তাঁর আগের অরুণাচল প্রদেশ সফরের স্মৃতিচারণ করে বলেন, "আমি যখন প্রথম অরুণাচল প্রদেশ এসেছিলাম, সেটা ছিল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সময়। আমি আপনাদের জাতি এবং ভারতের প্রতি গর্ব দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলাম।"

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু, ভারত সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী রোটম টেবিন, ২৫ রাগার বিধায়ক শ্রী টানা শৌরেন, নিশি এলিট সোসাইটির সভাপতি শ্রী এইচ কে শাল্লা, তানি সুপুন ডুকুনের সভাপতি শ্রী গুচি সঞ্জয়, প্রথম যুগ্ম মেগা নিয়োকুম ইউলো উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান বোয়াসিমলা, শ্রী রব কারা দানি, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় নিয়োকুম কমিটি এবং অন্যান্য গণ্যমান্যরা।

# শেষ পুণ্যস্নানে তদারকি মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুধবার গোরক্ষনাথ মন্দিরের কন্টোল রুম থেকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে মহাশিবরাত্রির শেষ অমৃত স্নানের ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তে তদারকি করেন। এদিন ভোর চারটে নাগাদ কন্টোল রুমে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেই কন্টোল রুম থেকে শীর্ষ আধিকারিকদের বিভিন্ন নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, তিনি গোরক্ষপুরে থাকার জন্য গোরক্ষনাথ মন্দিরেই একটি কন্টোল রুম তৈরি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মহাকুম্ভ নগর সহ প্রয়াগরাজে ভক্তদের ভিড়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার লাইভ ফিড দেখেন। বুধবার ভক্তরা যাতে ত্রিবেণী সঙ্গমে নির্বিঘ্নে পুণ্যস্নান করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে তদারকি করেন এদিন।

# ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে, প্রকাশ্যে দাবি অভিষেকের আইনজীবীর

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সিবিআই 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' ভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে! তৃণমূলের একটি শিবির কোমড় বেঁধে প্রচারে নামল। চার্জশিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এসেছে, এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর এমনই বিবৃতি দিয়েছেন তৃণমূলের 'সেনাপতি' তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু।

ঘটনাচক্রে, ওই খবর প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, সিবিআই তাঁর মক্কেলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত করছে। যা থেকে এই সম্ভাবনার অবকাশ তৈরি হচ্ছে যে, চার্জশিটে যে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুধু নামটুকু লেখা হয়েছে, তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং তিন বারের লোকসভার সাংসদ।

চার্জশিটে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পরিচয় লিখেছে সিবিআই। সুজয়কৃষ্ণের পরিচয় দিয়েছে 'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর 'চিফ অপারেটিং অফিসার' হিসাবে। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সিবিআই কোনও পরিচয় চার্জশিটে উল্লেখ করেনি। তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, না কোনও ব্যবসায়ী, না কি শিক্ষা বা অন্য কোনও সরকারি দফতরের সঙ্গে যুক্ত, সে বিষয়ে চার্জশিটে কোনও উল্লেখই নেই।

প্রাথমিক শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় বুধবার আদালতে ২৮ পাতার চার্জশিট জমা করেছে সিবিআই। তাতে 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, অডিওতে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের নামের পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনা গিয়েছে।

সঞ্জয় বসু বলেন, "মামলার তদন্তকারী সংস্থা ইডি আমার মক্কেলের (অভিষেক) বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট দাখিল করেনি। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের কোনও উপাদানের উপস্থিতিও মেলেনি। তার পরেও তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট আমার মক্কেলকে হয়রানির উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয়।"

অভিষেকের তরফে আরও বলা হয়েছে, 'ইডিকে কাজে লাগিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পরে একটি রাজনৈতিক শক্তি সিবিআইয়ের দিকে ঝুঁকেছে। স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহার করছে। সংশ্লিষ্ট চার্জশিটে প্রমাণের স্পষ্ট অভাব থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ (অভিষেক সংক্রান্ত) তৈরি করার একটি মরিয়া প্রচেষ্টা করা হয়েছে।'

## মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরে সস্ত্রীক বিজেপির রাজ্য সভাপতি

নাহান, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে হিমাচল প্রদেশ রাজ্য জুড়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। নাহানের রানিতালে ঐতিহাসিক শিব মন্দির সহ বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরে এদিন সস্ত্রীক আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ রাজীব বিন্দল। এদিন মন্দিরে পৌঁছে তাঁরা প্রার্থনা করেন। ডঃ বিন্দল বলেন যে, হিমাচল প্রদেশ দেবভূমি এবং এখানে ভগবান শিব থাকেন। তিনি রাজ্যবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়ে এই দিনটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

# মতুয়া গড়ে ফাটল, ঠাকুর পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

দুর্গাপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশে ঠাকুর পরিবারের কোনও অবদান নেইএমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন জেলার মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতারা। কাঁকসার রাজবাঁধে আয়োজিত মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলে ধরা হয় রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকারের সামনে।মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন গোঁসাই কড়া ভাষায় বলেন, পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু জেলার মতুয়ারা আজও ভূমিহীন, দুরাবস্থায় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেবলমাত্র নিজেদের সাম্মানিক ভাতার ব্যবস্থা করে দুই-চারজন দলপতি ও সাধু-গোঁসাইয়ের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। অথচ যাঁরা প্রকৃত অর্থে ধর্ম রক্ষা করছেন, তাঁদের জন্য কোনও ভাতার ব্যবস্থা করা হয়নি।'কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকেও নিশানা করে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, সম্প্রতি তিনি পানাগড়ে এসেছিলেন, কিন্তু জেলার মতুয়া অধ্যুষিত কলোনিগুলির কোনও খোঁজ নেননি। আমাদের ভোটেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অথচ এখন আমাদেরই বলা হচ্ছে নাগরিকত্ব নিতে হবে। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও মতুয়ারা অবহেলিত ও লাঞ্ছিত।সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার প্রসঙ্গেও কড়া প্রতিক্রিয়া দেন স্বপন গোঁসাই। তিনি বলেন, ওপার বাংলায় হিন্দু নিধন চলছে, অথচ ভারত সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'এদিন মতুয়া সমাজের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ দাবি-দাওয়া সংবলিত স্মারকলিপি রঞ্জিত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদের মূল দাবিগুলি হল১) মতুয়াদের জন্য স্থায়ী বসবাসের জমির পাট্টা প্রদান।২) আবাস যোজনায় মতুয়া পরিবারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা। ৩) মতুয়া দলপতি ও সাধু-গোঁসাইদের জন্য মাসিক ভাতা চালু করা, ঠিক যেমন ইমাম ও পুরোহিতরা পান।এই অভিযোগের বিষয়ে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার মতুয়াদের কোনও উন্নয়ন করেনি, বরং এনআরসি ও সিএএ-এর ভয় দেখিয়েছে। রাজ্য সরকারই মতুয়াদের জন্য জমির পাট্টা দিয়েছে, উদ্বাস্তু কলোনীগুলিকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পশ্চিম বর্ধমানে ৩টি মডেল কলোনী তৈরি করা হয়েছে।মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি ও সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, অভিযোগকারী যখন দায়িত্বে ছিলেন, তখন কেন বলেননি? নিজের স্বার্থসিদ্ধি না করতে পেরে এখন অপপ্রচার করছেন। তিনি আরও বলেন, মতুয়া উন্নয়ন বোর্ডের ১০ কোটি টাকা অনুদানে রাজ্যের বিভিন্ন মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় নাটমন্দির, সোলার লাইট, রাস্তা ও কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছে।আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া গড়ে এই বিভক্তি রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

# ২০২৬ সালে তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করবে বিজেপি : অমিত শাহ

কোয়েম্বাটুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দুর্নীতি ইস্যুতে তামিলনাড়ু সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এম কে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে-র সমালোচনা করে বলেছেন, ২০২৬ সালে তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করবে বিজেপি। বুধবার কোয়েম্বাটুরে আয়োজিত এই জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, '২০২৪ সালে আমরা প্রথমবারের মতো পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে ওড়িশায় সরকার গঠন করেছি। বহু বছর পর অন্ধ্রপ্রদেশে এখন এনডিএ সরকার আছে। ২০২৫ সাল দিল্লিতে জয় দিয়ে শুরু হয়েছে এবং ২০২৬ সাল তামিলনাড়ুতে এনডিএ-র বিজয়ের মাধ্যমে শুরু হবে। জনগণের উচিৎ তামিলনাড়ু-বিরোধী তামিল-বিরোধী তামিল সরকারকে অপসারণ করা।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এম কে স্ট্যালিন এবং তাঁর ছেলে আসল সমস্যাগুলি থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করছেন। এখন তারা সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট জানিয়েছেন, সীমানা নির্ধারণের পরেও, দক্ষিণের কোনও রাজ্যের আসন কমবে না।

# বীর সাভারকরকে শ্রদ্ধা অমিত শাহ—র

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকর জিকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।" বুধবার এই ভাষায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ভিডিও-সহ অমিতবাবু লিখেছেন, "মাতৃভূমি, স্ব-সংস্কৃতি এবং জাতির জন্য সর্বপ্রথম ত্যাগ ও উৎসর্গের শিখরে পৌঁছানো যায় কিভাবে, তিনি তাঁর জীবনের মাধ্যমে বলেছিলেন। জাতপাতের বাধা থেকে সমাজকে মুক্ত করে জাতীয় ঐক্যের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনকাহিনী মাতৃভূমির সেবার পথে মেরু নক্ষত্রের মতো অনুপ্রেরণা জোগাবে।"

প্রসঙ্গত, বিনায়ক দামোদর সাভারকর (মে ২৮, ১৮৮৩ — ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৬৬) অভিনব ভারত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইতিহাস বিখ্যাত নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সাভারকরকে। তাঁর বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের ব্রাউনিং পিস্তল সরবরাহ করার অভিযোগ ওঠে। ১৯১১ সালের ৩০ জানুয়ারি মামলার চূড়ান্ত বিচারে দীর্ঘ ২৫ বছর সশ্রম কারাবাস হয়।

# ইন্দোনেশিয়ায় জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৬.১

জাকার্তা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। বুধবার সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। যদিও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। সুনামি সতর্কতাও জারি হয়নি। তবে তীব্র কম্পনের জেরে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে যান বহু মানুষ। আমেরিকার ভূতত্ত্ব বিভাগ জানিয়েছে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে উত্তর সুলাওয়েসির দ্বীপে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। যদিও কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

# বিহারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ: মন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ৭ জন বিধায়ক

পাটনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিহারে আচমকাই সম্প্রসারণ হয়ে গেল মন্ত্রিসভায়। বুধবার বিকেলে বিহারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৭ জন বিধায়ক। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন দারভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সারোগি, এছাড়াও বিজেপি বিধায়ক জীবেশ কুমার ও রাজু কুমার সিং মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে এদিন শপথ নিয়েছেন বিহারশরিফের বিজেপি বিধায়ক ডঃ সুনীল কুমার।

এছাড়াও বিজেপি বিধায়ক মোতিলাল প্রসাদ এবং কৃষ্ণ কুমার মন্টু মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। বিহারের মন্ত্রী হয়েছেন বিজেপি বিধায়ক বিজয় কুমার মণ্ডলও। বিহারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের বিষয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেছেন, 'আমি সাতজন মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই, যারা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারের উন্নয়নে কাজ করবেন।'

# সর্বশেষ আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিং: শুভমান গিল শীর্ষস্থানেই আছেন, বিরাট কোহলি আবার শীর্ষ পাঁচে ফিরে এসেছেন

দুবাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পর বুধবার আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছেন ভারতের ওপেনার শুভমান গিল।

গত সপ্তাহে দুবাইতে অনুষ্ঠিত গ্রুপ এ-এর ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে অপরাজিত ১০১ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪৬ রানের ইনিংস খেলেন গিল। এর ফলে ২১ রেটিং পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৮১৭ রেটিং পয়েন্টে উন্নীত হয়েছেন গিল। যার ফলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বাবর আজমের সাথে গিলের ব্যবধান ২৩ থেকে ৪৭ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর পাকিস্তানের বিপক্ষে অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংস খেলে বিরাট কোহলি নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেলকে টপকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন।

## রাজপ্রজ্ঞেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পূজার্চনা সস্ত্রীক রাজ্যপালের

দেরাদুন, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাশিবরাত্রিতে রাজপ্রজ্ঞেশ্বর মহাদেব মন্দিরে সস্ত্রীক পূজার্চনা করলেন উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল। জানা গেছে, বুধবার মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে রাজ্যপাল (অব.) লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং এবং তাঁর স্ত্রী গুরমিত কৌর রাজভবনের রাজপ্রজ্ঞেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পূজার্চনা করেন। তাঁরা উভয়েই ভগবান শিবের কাছে রাজ্যবাসীর জন্য সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন।

## জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বুধবার দিল্লিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর বলেন যে, তিনি খুশি একজন মহিলাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। রেখা গুপ্তা যে কাজ হাতে নেন, তিনি তা সম্পন্ন করেন বলেও জানান জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার।

## গুজরাটি কবি অনিল যোশীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিখ্যাত গুজরাটি কবি অনিল যোশীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অনিল যোশী। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্য জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, গুজরাটি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি অনিল যোশীর প্রয়াণের খবর শুনে ব্যথিত। আধুনিক গুজরাটি সাহিত্যে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সাহিত্যপ্রেমীদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

## তালডাংরায় সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি স): তালডাংরা ব্লকের দেউলভিড়া সমবায় সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ফলাফল তৃণমূল কর্মীদের মনোবল বাড়াবে বলেই দাবি করেছেন দলের স্থানীয় নেতারা। তবে, এই নিরঙ্কুশ জয় নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নয়, ভয়ভীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে শাসকদল। তাদের দাবি, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগই পাননি বিরোধী প্রার্থীরা। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ বিজেপির।

অন্যদিকে, বিজেপির এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের পাল্টা দাবি, বিরোধীরা উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে পায়নি বলেই তারা মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, তালডাংরা ব্লকের দেউলভিড়া সমবায় সমিতির পরিচালন কমিটির ৯টি আসন এতদিন এডহক কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। সম্প্রতি ওই কমিটির জন্য নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। তবে ৯টি আসনের একটিতেও বিরোধী দল থেকে কোনও মনোনয়ন জমা হয়নি। ফলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবকটি আসনেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। এই জয়ের পর সবুজ আবির নিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

# মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কোটি টাকা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু এক দেশ এক নির্বাচন হলে এই খরচ অনেকাংশে কমে যাবে। ফলে বাড়বে জিডিপি।

তিনি আরো বলেন, কথায় কথায় নির্বাচন আসলে মনে হয় যে আবার নির্বাচন! প্রতি বছরই কোন না নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নির্বাচন যখনই হয় তখন বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া হয়। এতে স্কুল বন্ধ থাকছে। সেক্ষেত্রে এক দেশ, এক নির্বাচন' ভাবনা সঠিক হতে পারে। এতে ৫ বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই সময়টা অন্তত স্বস্তি। প্রতি বছর বছর নির্বাচন হলে বিভিন্ন সমস্যা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এনিয়ে বার বার চেষ্টা করছেন। ২০১৯-এ তিনি এবিষয়ে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এবার ২০২৪-এ তিনি এবিষয়টি সংসদে নিয়ে আসেন। এরআগে কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্টও (১৮,০০০ পৃষ্ঠা) জমা পড়েছে। কত পরিশ্রম করে কতকিছু চিন্তাভাবনা করে সেই রিপোর্ট তৈরি করে পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রক্রিয়ায় দুই পর্যায়ে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন। আর ৩ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে লোক্যাল বডির নির্বাচন হবে। আমি এই প্রক্রিয়াকে সত্যিকার অর্থে সমর্থন করি। এতে দেশের গণতন্ত্র অনেক শক্তিশালী ও মজবুত হবে এবং ভোটারদের মধ্যেও অনেক উৎসাহ বাড়বে। আর্থিক ক্ষেত্রেও অনেক লাগাম টানা যাবে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির ম্যানিফেস্টোতে ৫ বছর অন্তর অন্তর এক দেশ এক নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ও বামেদের চাপে এই প্রক্রিয়া সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় নি। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যা ভাবেন সেটাই করেন। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কস্ট এফিসিয়েন্সি, গভর্নেন্স এন্ড স্ট্যাবিলিটি, ফেডারেল স্ট্রাকচার এন্ড কো অর্ডিনেশন, ভোটার টার্ন আউট এন্ড এনগেজমেন্ট এবং ইকোনমিক বেনিফিট অনেক শক্তিশালী হবে। আর এটাই আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়া হয়েছিল তাতে সদস্য হিসেবে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, গুলাম নবি আজাদ, হরিশ সালভে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। আর ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। আমরা দেখেছি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এধরণের 'এক দেশ, এক নির্বাচন' হয়। যেমন ব্রাজিল, সুইডেন, বেলজিয়াম, সাউথ আফ্রিকা, জার্মানি, জাপান, ইউএসএ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স সহ বিভিন্ন দেশে এক দেশ এক ভোট অনুষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে কেন হবে না?

যারা আর্থিক সমৃদ্ধি চান আমি আশা করি তারা 'এক দেশ, এক নির্বাচন' এর স্বপক্ষে তাদের মত প্রদান করবেন অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে একটি বিল লোকসভায় পেশ করে। ২৬৯ জন এই বিলের পক্ষে ভোট দেন। আর বিপক্ষে ভোট দেন ১৯৮ জন। 'এক দেশ এক নির্বাচন' নীতি চালু হলে সকল স্তরের জনগণ উপকৃত হবেন। তাই এর উপকারিতা বিবেচনা করে প্রত্যেকে এর সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সব্যসাচী দাশগুপ্ত, অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ত্রিপুরা প্রদেশ কনভেনর ড. জহর লাল সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# মহাশিবরাত্রিতে শুভেচ্ছা রেখা গুপ্তার, দিল্লি ও দেশের সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দিল্লি তথা সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। ভগবান শিবের কাছে দিল্লি ও দেশের সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা দিল্লির গৌরী শঙ্কর মন্দিরে যান, ভগবান শিবের পুজো করেন তিনি।

পরে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমি প্রার্থনা করি ভোলেনাথ ও মা গৌরার আশীর্বাদ আমাদের সকলের ওপর থাকুক এবং দিল্লি ও দেশ এগিয়ে যাক।'

# টালিগঞ্জে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু! ঘনাচ্ছে রহস্য, তদন্তে পুলিশ

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর কাছে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক যুবকের। যদিও ওই যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনিভূত হচ্ছে। জানা গিয়েছে, একটি বাইকে করে টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিন যুবক। কোনও কারণে তাঁরা রাস্তায় পড়ে যান। যার মধ্যে ওই বাইকের পিছনে থাকা যুবকটির মৃত্যু হয়। যদিও কীভাবে পড়ে গেলেন তাঁরা, সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে পারছেন না বাইকে থাকা বাকি দুই যুবক। এমনকী কোনও গাড়িতে ধাক্কা মারার ঘটনাও ঘটেনি বলে দাবি পুলিশের। তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত যুবকটির বাড়ি ঠাকুরপুকুর এলাকায়। সে আলিপুর আদালতে মুহুরির কাজ করত। বুধবার ভোররাত দু''টোর সময়ে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর কাছেই ঘটনাটি ঘটে।

# দেশের সেবায় প্রথম ধাপ হল ভোটদান জ্ঞানেশ কুমার

মাদুরাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোটদানের ওপর ফের জোর দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর কথায়, দেশের সেবায় প্রথম ধাপ হল ভোটদান। বুধবার সকালে মাদুরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, ভারতের সমস্ত নাগরিক যারা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন, তাদের নির্বাচক হওয়া উচিত এবং সর্বদা ভোট দেওয়া উচিত। ভারতের নির্বাচন কমিশন সব সময় ভোটারদের পাশে থাকবে।

মাদুরাই সফর প্রসঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, আমি মাদুরাই এসেছিলাম, এখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কাজ পর্যালোচনা করেছি। সেখানে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলা নির্বাচন অফিসার ও উর্ধতন পুলিশ আধিকারিকরাও ছিলেন। তাঁরা ভাল কাজ করছেন এবং আমি মাদুরাইয়ের সমস্ত ভোটারদের মঙ্গল কামনা করি।'

# পাঠানকোটে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ, নিহত এক অনুপ্রবেশকারী

পাঠানকোট, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের পাঠানকোটে অনুপ্রবেশ রুখে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক অনুপ্রবেশকারীর। বুধবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, বুধবার ভোরের আলো ফোটার আগেই পাঠানকোট এলাকায়, তাশপাটান বর্ডার আউট পোস্টের কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্তে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে।

প্রথমে ওই অনুপ্রবেশকারীকে সতর্ক করে থেমে যেতে বলেন বিএসএফ জওয়ানরা। তারপরও সে এগিয়ে আসতে থাকে। ঝুঁকি রয়েছে, বুঝতে পেরে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। এরপর ওই অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত অনুপ্রবেশকারীর পরিচয় ও লক্ষ্য কি ছিল, তা খতিয়ে দেখছে বিএসএফ।

# সুরাটের টেক্সটাইল স্টোরে ভয়াবহ আগুন বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

সুরাট, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভয়াবহ আগুন লাগল সুরাটের একটি টেক্সটাইল স্টোরে। বুধবার সকালে সুরাটের শিব শক্তি টেক্সটাইল স্টোরে আগুন লাগে। ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ।

প্রধান দমকল অফিসার বসন্ত পারেখ বলেছেন, 'আগুন বেসমেন্ট থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নেভাতে সময় লাগবে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

# ২ মে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলছে কেদারনাথ মন্দির ঘোষিত শুভ মুহূর্ত

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শীতের মরশুমে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী মে মাসে পুণ্যার্থীদের খুলতে চলেছে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। বুধবার মহা শিবরাত্রির দিন ঘোষিত হল শুভ মুহূর্ত ও দিনক্ষণ, আগামী ২ মে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দির। ওই দিন সকাল ৭টায় খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা।

ভগবান ভৈরবনাথ জির পূজার্চনা হবে আগামী ২৭ এপ্রিল। বাবা কেদারের পঞ্চমুখী ডোলি ২৮ এপ্রিল উখিমঠের শ্রী ওমকারেশ্বর মন্দির থেকে কেদারনাথ ধামের উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

# যুবতী আটক

● প্রথম পাতার পর

সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।তিনি আরও জানিয়েছেন, বিউটি পার্লারের কাজ করতে কলকাতা যাওয়ার পথে আগরতলায় সে আটক হয়েছে। ধৃত, মুছাম্মেদ জেসমিন খাতুন (২৪)। আগামীকাল তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

# আজ শৈলেন মান্নার প্রয়াণদিবস

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): শৈলেন মান্না। ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুদিন।

সুদীর্ঘ দুই দশক কলকাতা ময়দানে দাপটে ফুটবল খেলেছেন। মোহনবাগানেই খেলেছেন উনিশ বছর। ৪০-এর দশক থেকে ৬০-এর দশক পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব ও পরে কিছুদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন। ১৯৪১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের হয়ে তার খেলোয়াড় জীবন শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বাংলা ফুটবল দলের এবং একসাথে ভারতের ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন। তার অধিনায়কত্বে ভারত ১৯৫১ সালের এশিয়াডে ফুটবলে স্বর্ণপদক পায়। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের কাছে ভারত ২—১ গোলে হেরেছিল। ওই খেলায় তিনি একটি পেনাল্টি মিস করেন। ১৯৬০ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন।ফুটবল থেকে বিদায় নিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন ফুটবলারদের সেবায়। সেজন্য তিনি ছিলেন সবার কাছে মান্নাদা।তিনি পদ্মশ্রী,বঙ্গবিভূষণ (২০১১), ভারতীয় ফুটবলরত্ন, মোহনবাগানরত্ন, ইত্যাদি নানা পুরস্কাবে ভুষিত হন।

# বীরভূমে মূক ও বধির গৃহবধূকে ধর্ষণ! অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

রামপুরহাট, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বীরভূম জেলায় এক মূক ও বধির গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে এই বিষয়ে নির্যাতিতার স্বামী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারইয়ের রামনগর গ্রামে। নির্যাতিতার স্বামী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে কাজে বেড়িয়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসি বাড়িতে। তখন দেখি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। ঘরে ঢুকেই দেখি খাটের তলায় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী লুকিয়ে রয়েছে। তাকে ধরতে গেলে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে ও তাকে ধরতে গেলে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করায় বুধবার সকালে বাড়ির পাশের ট্যাপ কল ভেঙে দিয়েছে কেউ। এমনকী বাথরুমের জল-নিকাশীর পথও বন্ধ করে দিয়েছে। এই বিষয়ে ওই তৃণমূল নেতার কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন, 'এটা চক্রান্ত হতে পারে।' ঘটনাস্থলে গিয়েছেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। অভিযোগ সত্যি হলে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে দল, এমনটাই জানিয়েছেন উপপ্রধান।

# হাওড়ার আমতায় দুটি দোকানে বিধ্বংসী আগুন! ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাওড়ার অমতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দু''টি দোকান। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রচুর বৈদ্যুতিক সামগ্রী।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার আমতা-বাগনান রোডে উদং মোড়ে। রাত ১০টা নাগাদ উদং মোড়ে একটি বন্ধ থাকা বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তার কিছুক্ষণ পরেই ওই দোকানে আগুন ধরে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই আগুন বিধ্বংসী আকার নেয়।

এমনকী পাশে থাকা আরও একটি দোকানে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও আমতা থানার পুলিশ। দমকলের দু''টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও ততক্ষণে দু''টি দোকানের সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দমকল আধিকারিকদের বক্তব্য দোকানের ভিতরে একটা গ্যাসের সিলিন্ডার ছিল। যদিও সেটি ফাটেনি। কী কারণে আগুন লেগেছে খতিয়ে দেখছে দমকল।

# লুধিয়ানা পশ্চিম উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা এএপি-র, লড়বেন সঞ্জীব অরোরা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লুধিয়ানা পশ্চিম বিধানসভা আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এই বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে এএপি-র পক্ষ থেকে বুধবার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জীব অরোরার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক্স মাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন এএপি-র জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ পাঠক।

যদিও, লুধিয়ানা পশ্চিম বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। উল্লেখ্য, সঞ্জীব অরোরা ২০২২ সাল থেকে রাজ্যসভার সাংসদ। গত ১০ জানুয়ারি প্রয়াত হন লুধিয়ানা পশ্চিম আসনের এএপি বিধায়ক গুরপ্রীত বস্সি গোগি। তাঁর প্রয়াণের পর থেকেই এই আসনটি খালি রয়েছে।

# কোপা দেল রে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে বার্সেলোনা-আতলেতিকোর ড্র

বার্সেলোনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কোপা দেল রের সেমি-ফাইনালের বার্সেলোনা-আতলেতিকোর প্রথম লেগের ৮ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ৪-৪ গোলে শেষ হয়েছে।

অলিম্পিক স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে ৬ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর বার্সেলোনা ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮৩ মিনিট পর্যন্ত ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। এরপর শেষ কয়েক মিনিটে ম্যাচে আবার নাটকীয় মোড়। বার্সার জালে আরও দুই গোল করে হার এড়াল আতলেতিকো মাদ্রিদ।

আতলেতিকোর হয়ে প্রথম দুটি গোল করেন হুলিয়ান আলভারেস ও অঁতোয়ান গ্রিজমান। এরপর প্রথমার্ধেই বার্সেলোনার হয়ে গোল পান পেদ্রি, পাউ কুবার্সি ও ইনিগো মার্তিনেস। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে ব্যবধান বাড়ান রবের্ত লেভানদোভস্কি। এরপর মার্কোস ইয়োরেন্তে আতলেতিকোর হয়ে ব্যবধান কমানোর পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে গোল শোধ দেন আলেকসান্দার সরলথ।ফলে কোপা দেল রের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচটি ৪-৪ গোলে শেষ হয়।আগামী ২ এপ্রিল আতলেতিকোর মাঠে হবে ফিরতি লেগ।

# দিনের শেষ খেলায় ত্রিপুরা জয়ী

**আগরতলা।।** ৭৩তম বি এন মল্লিক মেমোরিয়াল অল ইণ্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে দিনের শেষ ম্যাচে পুরুষ বিভাগে ত্রিপুরা ৪-১ গোলে ঝাড়খণ্ডকে পরাজিত করেছে। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় উমাকান্ত স্টেডিয়ামে।

# হিন্দুত্ব ছেড়ে অন্য ধর্মে যোগ দেওয়া উচিত মমতার : সৌমিত্র খাঁ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাকুম্ভ সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বুধবার মমতাকে তিরস্কার করে সৌমিত্র বলেছেন, হিন্দুত্ব ছেড়ে অন্য ধর্মে যোগ দেওয়া উচিত মমতার। সম্প্রতি মহাকুম্ভে "মৃত্যু কুম্ভ" বলে মন্তব্য করেন মমতা।

এই মন্তব্যের সমালোচনা করে সৌমিত্র বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে যোগ দেওয়া। তিনি যেভাবে ১০০ কোটি হিন্দুদের অপমান করছেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন, তাঁর হিন্দুত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশি মৌলভীদের মতো আচরণ করছেন, কেউ তাঁকে বাধা দিচ্ছে না; তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা উচিত।

# মন্দিরে ভক্তের ভিড়

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে দেবাদিদেব শিবের আরাধনা করতে। যদিও কল্যাণপুর এলাকাতে শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বড়সড় মিলন মেলা আয়োজনের খবর নেই , তবে সকাল থেকেই জগত সংসারের মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন বয়সীরা যেভাবে গোটা কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকাতে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে তা সত্যি সত্যি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, শিব চতুর্দশী উপলক্ষে কুমারঘাটের ভবতারিনী মন্দিরে ভক্তদের ঢল। শিবের মাথায় দুধ ঢেলে ব্রত পালনে মন্দিরে হাজির পুন্যার্থীরা। পূজোকে ঘিরে চারদিনব্যাপী মেলার আয়োজন হয়েছে কুমারঘাটে। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বুধবার শিবরাত্রী। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী তিথীতে পালন করা হয় এই পূজো। পূজোকে ঘিরে ব্রত পালন করেন হিন্দু রমনী ও মেয়েরা। শাস্ত্রে কথিত আছে এই দিনেই নাকি পার্বতী ও শিবের বিবাহ হয়েছিলো। এই ব্রত পালন করলে দূর হয় আন্ধকার, বিনাশ হয় অশুভ শক্তির। এই বিশ্বাস থেকেই এদিন বিভিন্ন জায়গার সাথে ত্রিপুরার বিভিন্ন শিব মন্দিরেও ভীড় জমিয়েছেন ভক্তকুল।

ঊনকোটি জোলার কুমারঘাটের ভবতারিনী মন্দিরেও দেখা গেলো অগনিত ভক্তদের ঢল। মন্দিরে প্রতিবছরই আয়োজন করা হয় শিবরাত্রীর পূজো ও মেলার। ব্যাতিক্রম নয় এবারও। মন্দিরের ৪৫তম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়েছে পূজো ও মেলার। বুধবার শিবরাত্রী উপলক্ষে সেই পূজোতে ভীড় জমিয়েছেন নারী-পুরুষ উভয়েই। শিবলিঙ্গে জল,দুধ ঢেলে ব্রত পালন করছেন সনাতনীরা।

মন্দিরে আসা রূপালী দত্ত নামের এক পূন্যার্থী জানান প্রতিবছরই এই মন্দিরে পূজোতে আসেন তারা। সবার মঙ্গল কামনায় পূজোদিয়ে নিজেরাও শান্তিপান বলেই জানালেন তিনি। এদিকে পূজো দিতে আসা দিপঙ্কর দাস নামে এক ভক্ত জানান, কুমারঘাটের শিবরাত্রীর পূজোকে ঘিরে দূরদূরান্ত থেকে ভীড় জমাচ্ছেন মানুষ। পূজোকে ঘিরে কর্তৃপক্ষের ব্যাবস্থাপনাও অভূতপূর্ব বলে জানান তিনি।

মেলা কমিটির কনভেনার স্বপন মিত্র তালুকদার জানান, দীর্ঘ ৪৪ বছর ধরেই চলে আসছে মন্দিরের এই পূজো মেলা। মন্দিরের এই আয়োজনে প্রচুর মানুষ সামিল হয়ে সবার মঙ্গল কামনা করেন বলে জানান কনভেনার।

মন্দিরে ধূপ দ্বীপ আর উপাচার সাজিয়ে চলছে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার্চনা। পূজোকে ঘিরে বসেছে মেলাও। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যাবসাহীরা তাদের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন মেলায়। চলছে কেনাবেচা। আগামী কয়েকদিনে এই মেলা জমে উঠবে বলে আশাবাদী আয়োজকরা।

# ধৃত কনস্টেবল

● প্রথম পাতার পর

থেকে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, গ্রাহকদের মধ্যে দাবি উঠেছে যে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত টাকা উদ্ধার করা হোক এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

# আগুন

● প্রথম পাতার পর

পরিবারটি। তবে সিলিন্ডারটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে সিলিন্ডার থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবরে পার্শবর্তী বাড়িঘরের লোকজনদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

# মেয়র

● প্রথম পাতার পর

বিতরণ করেন। এদিন কথাপ্রসঙ্গক্রমে মেয়র, রাস্তার পাশে জায়গা দখল করে ব্যবসা করার বিষয়ে সরব হন। তিনি বলেন বেআইনিভাবে যারা রাস্তার দুপাশে কিংবা সরকারি জায়গা দখল করে ব্যবসা করে যাচ্ছে তাদেরকে যেকোনো উপায়ে উচ্ছেদ করা হবে।

# ৭৩তম বি এন মল্লিক স্মৃতি পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনের ফলাফল

**আগরতলা।।** ৭৩তম বি এন মল্লিক মতি পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে আজ নির্ধারিত ১৪টি ম্যাচের মধ্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৩টি ম্যাচের খেলা শেষ হয়েছে। উমাকান্ত স্টেডিয়ামে আজ অনুষ্ঠিত খেলাগুলির মধ্যে মহিলা বিভাগে তামিলনাড় ১৩-০ গোলে মহারাষ্ট্রকে, সিআরপিএফ ১৭-০ গোলে ঝাড়খণ্ডকে এবং আসাম রাইফেলস ৭-০ গোলে মণিপুরকে পরাজিত করেছে। তাছাড়া উমাকান্ত স্টেডিয়ামে পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব ১-০ গোলে মেঘালয়কে পরাজিত করেছে। উদয়পুরের চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে পুরুষ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিএসএফ ও গোয়ার মধ্যে খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে এবং নাগাল্যাণ্ড ৫-০ গোলে কর্ণাটককে পরাজিত করেছে।

জম্পুইজলাতে পুরুষ বিভাগে আজ ২টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজস্থান ৫-০ গোলে হিমাচল প্রদেশকে এবং আইটিবিপি ৬-০ গোলে পুদুচেরিকে পরাজিত করেছে। জিরানীয়ার এস এন কলোনী স্টেডিয়ামে আজ পুরুষ বিভাগে ৩টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলাগুলিতে এসএসবি ২-০ গোলে জম্মু ও কাশ্মীরকে, কেরালা ৫-০ গোলে গুজরাটকে এবং সিআরপিএফ ৩-০ গোলে সিকিমকে পরাজিত করেছে। মোহনপুরের তুলাবাগান স্টেডিয়ামে পুরুষ বিভাগে আজ দুটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে মণিপুর ১৩-১ গোলে বিহারকে এবং আসাম রাইফেলস ৩-০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছে।

# জয়ে ফিরল আল নাসর

রিয়াদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সৌদি প্রো লিগে গত শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) আল ইত্তিফাকের কাছে হারের পর আবারও জয়ে ফিরল রোনাল্ডোর আল নাসর। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) আল নাসর ২-০ গোলে হারিয়েছে আল-ওয়েহদাকে। আর এই জয়ে আবারও শিরোপার দৌড়ে ফিরল আল নাসর।

কিং আবদুল আজিজ স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে কোনো গোল হয়নি। গোলের দেখা মেলে দ্বিতীয় হাফের ৪৮ মিনিটে। অ্যাঞ্জেলোর ক্রস থেকে দারুণ এক হেড করে গোল করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। চলতি মরসুমে এটি রোনাল্ডোর ১৭তম গোল। তাছাড়া সৌদি প্রো লিগের শীর্ষ গোলদাতাও তিনি। আর ক্যারিয়ারের ৯২৫তম গোলও হয়ে গেল এই পর্তুগিজ মহাতারকার।

# াঙ্গন

## সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে দারুন অঘটন মৌচাককে হারিয়ে তরুণ সংঘ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে দারুন অঘটন। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মৌচাক কে হারিয়ে তরুণ সংঘ ফাইনালে। গ্রুপ লিগ পর্য্যায়ের পর সুপার সিক্স - উভয় ক্ষেত্রে অপরাজিত মৌচাক আজ, বুধবার সেমিফাইনাল ম্যাচে তরুণ সংঘের কাছে হেরে বিদায় নিতে হচ্ছে এবারের মত আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট থেকে। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচে তরুণ সংঘ দুই উইকেটের ব্যবধানে মৌচাক কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে তরুণ সংঘ অপর ফাইনালিস্ট ব্লাডমাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে। আজ, বুধবার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ড সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ সমান্তরাল ব্যাটিং পারফরম্যান্স দেখিয়ে ৪১.২ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মৌচাকের পক্ষে প্রিয়া সূত্রধর এর ৫৯ রান এবং অনুষ্কা শীলের ৩১ রান উল্লেখযোগ্য হলেও বোলারদের তীক্ষ্ণতার অভাবে তরুণ সংঘের ব্যাটিং আস্ফালন রোখা সম্ভব হয়নি। তরুণ সংঘের শিউলি চক্রবর্তী ৪০ রান, ইন্দ্র রানী জমাতিয়ার ২৭ রান, সুলক্ষণার রায়ের ২৬ রান সুবর্ণা ঘোষের ২৫ রান দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। বোলিংয়ে শিউলি চক্রবর্তী ৩১ রানে তিনটি এবং প্রিয়াঙ্কা সাহা ও সুলক্ষণা রায় দুটি করে উইকেট পেয়েছে। মৌচাকের প্রিয়া সূত্রধর দুটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিজয়ী তরুণ সংঘের শিউলি চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

## পুলিশ ফুটবল: টানা জয়ে কেরালা, সিআরপিএফ আসাম রাইফেলস, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা পুলিশ আয়োজিত অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল টুর্নামেন্ট বেশ জমজমাট ভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয় দিনেও আজ, বুধবার রাজ্যের তিনটি জেলার পাঁচটি মাঠে একে একে ১৩ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতা কিছু ম্যাচের ক্ষেত্রে একতরফা খেলায় সত্যিকার অর্থে গোলের বন্যা, টুর্নামেন্টের নিরিখে কিছুটা ছন্দপতন ঘটলেও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। মহিলা বিভাগের টুর্নামেন্টে সকালের দুটি ম্যাচে ৩০টি গোল হয়েছে। তামিলনাড়ু ১৩-০ গোলের ব্যবধানে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছে। বি গ্রুপের খেলায় সিআরপিএফ ১৭-০ গোলের ব্যবধানে ঝাড়খন্ডকে হারিয়েছে। উল্লেখ্য, পুরুষ বিভাগের টুর্নামেন্টে কেরালা পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের লক্ষ্যে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। প্রথম ম্যাচে মধ্যপ্রদেশকে আট গোলে এবং আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটকে ৫ গোলে পরাজিত করেছে। এছাড়া, জম্মু-কাশ্মীর ৩-১ গোলে গুজরাটকে হারিয়ে এবং এসএসবি ২-০ গোলে জম্মু-কাশ্মীরকে হারিয়ে আশা জিইয়ে রেখেছে। গ্রুপ বি থেকে সিআরপিএফ দুই ম্যাচে জয়ী হয়েছে। প্রথম খেলায় আরপিএফ কে চার গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় আজ সিকিমকে তিন গোলে পরাজিত করেছে। সিকিম আবার নিজেদের প্রথম খেলায় ন্যূনতম গোলে পশ্চিমবঙ্গকে পরাজিত করেছিল। সি গ্রুপে আসাম রাইফেলস প্রথম খেলায় উড়িষাকে ৩-১ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় মহারাষ্ট্রকে ৩-০ গোলে হারিয়ে লাগাতর দুই ম্যাচে জয়ী হয়েছে। মহারাষ্ট্র ৯-০ গোলে এবং মনিপুর ১৩-১ গলে বিহারকে পরাজিত করেছে। ডি গ্রুপ থেকেও পাঞ্জাব এগিয়ে প্রথম খেলায় তেলেঙ্গানাকে তিন শূন্য গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় আজ মেঘালয়কে এক শূন্য গোলে হারিয়ে। মেঘালয় প্রথম ম্যাচে ৬-০ গোলে ঝাড়খণ্ডকে এবং ত্রিপুরা ৩-০ গোলে তেলেঙ্গানা কে পরাজিত করেছিল। গ্রুপ ই তে সিআইএসএফ ২-০ গোলে আসামকে এবং দিল্লি ৫-২ গোলে লাক্ষাদ্বীপকে পরাজিত করে এগিয়ে রয়েছে। এফ গ্রুপে আইটিবিপি ৬-০ গোলে পুদুচেরি কে এবং রাজস্থান ৫-০ গোলে হিমাচল প্রদেশ কে পরাজিত করেছে। জি গ্রুপে তামিলনাড়ু ৪-০ গোলে অরুণাচলকে পরাজিত করলেও মিজোরাম ও উত্তরপ্রদেশের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এইচ গ্রুপে নাগাল্যান্ড ৫-০ গোলে কর্নাটককে পরাজিত করলেও বিএসএফ ও গোয়ার ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র তে শেষ হয়েছে। মহিলা বিভাগের ফুটবলে তামিলনাড়ু প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরাকে ৬-০ গোলে এবং আজ দ্বিতীয় ম্যাচে মহারাষ্ট্র কে ১৩-০ গোলে হারিয়ে নকআউটের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। অপর ম্যাচে আসাম রাইফেলস ১৯-০ গোলের বড় ব্যবধানে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছিল। বি গ্রুপের খেলায় সিআরপিএফ ১৭-০ গোলে ঝাড়খণ্ডকে এবং এসএসবি ২-১ গোলের ব্যবধানে উড়িষ্যা কে পরাজিত করেছে। বলা বাহুল্য, আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) টুর্নামেন্টের চতুর্থ দিনেও পাঁচটি মাঠে এক জোটে ১৪ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

## রাজ্য ক্রিকেটে গন্ডাছড়াকে সহজেই হারিয়ে জয়ে ফিরলো বিশালগড়

### গন্ডাছড়া- ৫০ বিশালগড়-৫২/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় ফিরলো। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয় পেলো বিশালগড় মহকুমা। সহজেই পরাজিত করলো আসরের সব থেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ গন্ডাছড়া মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিশালগড় মহকুমা জয়লাভ করে ৮ উইকেটে। ১ মার্চ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিশালগড় মহকুমা খেলবে সোনামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচের পরই নির্ধারিত হবে কোনমহাকুমা কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড়ের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ৫০ রান করতে সক্ষম হয় গন্ডাছড়া মহকুমা। দলের পক্ষে জয়দীপ রায় ৬৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং সানি ত্রিপুরা ৫৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। বিশালগড় মহকুমার পক্ষে দীপ শীল ১ রানে, সমরজিৎ চৌধুরী ১২ রানে এবং প্রীতম সরকার ১২ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ৫৪ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বিশালগড় মহকুমা। দলের পক্ষে শুভজিৎ দাস ২০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে এবং বিল্টু দাস ৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রানে অপরাজিত থেকে যায়।

## বল হাতে বিধ্বংসী পিটার, শান্তিরবাজারকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো সাব্রুম

### সাব্রুম - ১০৯ শান্তির বাজার - ৯৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে সাব্রুম মহকুমা দল। দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায়। নিজেদের প্রথম ম্যাচে অমরপুরের কাছে দশ উইকেটে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ রানে দারুন জয় সাব্রুমের। এদিকে, পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করলো শান্তির বাজার মহাকুমা।

টানা তিন ম্যাচে পরাজিত হয়ে গ্রুপের শেষের দিকের প্রথম সারিতে রয়েছে শান্তিরবাজার মহকুমা। অপরদিকে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো সাব্রুম মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বুধবার ব্রজেন্দ্র নগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সাব্রুম মহকুমা ১০ রানে পরাজিত করে শান্তিরবাজার মহকুমাকে। পিটার ত্রিপুরার দুরন্ত বোলিংয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো সাব্রুম মহকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম মহকুমা ১০৯ রান করে। দলের পক্ষে মনিশ জনপতি ১৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩, পিটার ত্রিপুরা ৩২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩, দেবাংক দে ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ২৭ রান। শান্তিরবাজার মহকুমার পক্ষে আয়ুস দেবনাথ ১২ রানে পাঁচটি এবং অরবিন্দু যোগী ২০ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে শান্তিরবাজার মহকুমার ৯৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অরবিন্দু যোগী ৫০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, শুভম রিয়াং ৩৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং প্রহর ত্রিপুরা ৩০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১৭ রান। সাব্রুম মহকুমার পক্ষে পিটার ত্রিপুরা ১৫ রানে পাঁচটি এবং রাজেশ ত্রিপুরা কুড়ি রানে দুটি উইকেট দখল করে।

## বাবরকে 'ভণ্ড' বলে দিলেন ক্ষুব্ধ শোয়েব আখতার, মুগ্ধ কোহলির শতরানে

বাবর আজমকে ভণ্ড বললেন শোয়েব আখতার। ভারতের বিরুদ্ধে ২৬ বলে ২৩ রান করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাতেই বাবরের উপর চটেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতা গোপন করেননি শোয়েব। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারেননি শোয়েব। পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ বিরাট কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা করেন। তা নিয়ে শোয়েব বলেছেন, কোহলির সঙ্গে বাবরের কোনও তুলনাই হয় না। শোয়েব বলেছেন, "কোহলিকে নিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। কোহলির আদর্শ কে? সচিন তেন্ডুলকর। যে ১০০টা শতরান করেছে। সচিনের ঐতিহ্যই বহন করছে কোহলি।" প্রাক্তন জোরে বোলার আরও বলেছেন, "বাবরের আদর্শ কে? টুক টুক করে খেলে। ভুল ক্রিকেটারকে হিরো হিসাবে বেছে নিয়েছে কিছু মানুষ। ভাবনা-চিন্তাতেই গলদ রয়েছে। ও প্রথম থেকেই ভণ্ড। আইসিসি ক্রমতালিকায় এক দু'দিন শীর্ষে থাকলেই নায়ক হওয়া যায় না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই প্রমাণ হয়ে গেল। ভুল ক্রিকেটারকে মাথায় তোলা হয়েছে।" নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন বাবর। পাকিস্তানের ক্রিকেট নিয়েও হতাশা গোপন করেননি শোয়েব। তিনি বলেছেন, "পাকিস্তানের ক্রিকেটদল নিয়ে কথা বলতেই ভাল লাগে না। শুধু আয় করার জন্য কাজটা করতে হয় আমায়। আমি একটুও হতাশ নই। এটাই হওয়ার ছিল। সবাই ছ'জন বোলার খেলাচ্ছে। আর পাকিস্তান পাঁচ জন। তার মধ্যে দু'জন অলরাউন্ডার। টিম ম্যানেজমেন্টই নির্বোধ। ক্রিকেটারেরাও তাই। জানেই না কী করতে হবে। কোহলি বা রোহিত শর্মার মতো দক্ষতাও নেই কারও।"বাবরের সমালোচনার পাশাপাশি কোহলির প্রশংসা শোনা গিয়েছে শোয়েবের মুখে। তিনি বলেছেন, "এমন ইনিংস আগেও খেলেছে কোহলি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সব সময় ভাল খেলে। কোহলিকে অভিনন্দন। ও সত্যিই বড় ক্রিকেটার। সাদা বলের ক্রিকেটে রান তাড়া করতে ওস্তাদ। এখনকার ক্রিকেটের সেরা

## সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে এগিয়ে চল-কে হারিয়ে অপরাজিত ব্লাডমাউথ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্তৃত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। টানা সাত ম্যাচে জয় ছিনিয়ে এবার ফাইনালিস্টের ভূমিকায়। অন্যতম দাবিদার চ্যাম্পিয়ন ট্রফির। খেলা সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। গ্রুপ লীগ পর্যায়ে চার ম্যাচে লাগাতর জয়ের পর সুপার সিক্স এ ২ ম্যাচে টানা জয়। অবশেষে সেমিফাইনালে আজ, বুধবার প্রতিপক্ষ এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে ১৫২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ব্লাড মাউথকে অপরাজিত ভূমিকায় ফাইনালে উন্নীত করেছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষ তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে খেলবে। বুধবার সকালে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাডমাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত পঞ্চাশ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চল সংঘ ১১৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী ব্র্যাডমাউথের পক্ষে অনামিকা দাসের শতরান বেশ উল্লেখযোগ্য। অনামিকা ১৪৫ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি সহযোগে ১১০ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া অম্বিকা দেবনাথ এর ৭৫ রান এবং সুপ্রিয়া দাসের ৫৬ রান দলের স্কোর যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে। বোলিংয়ে পায়েল নমঃ ২১ রানে তিনটি, অন্বেষা দাস দুইটি এবং মমিতা দেব একটি উইকেট পেয়েছে। দারুন সেঞ্চুরির সৌজন্যে অনামিকা দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। এগিয়ে চল সংঘের প্রিয়াঙ্কা দাস ৩৫ রান এবং অস্মিতা রায় অপরাজিত ভূমিকা ২৮ রান সংগ্রহ করে চেষ্টা করলেও অন্যরা তেমন সঙ্গ না দেওয়ায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

## সোনামুড়ার বিজয় রথ থামিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সোনামুড়ার বিজয় রথ থামালো মোহনপুর। নয় রানের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয়ের মধ্য দিয়ে গ্রুপ লীগ অভিযান শেষ করেছে মোহনপুর মহকুমা দল। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য আসর। গ্রুপ থেকে প্রথম সারিতে থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল তথা নকআউট পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সোনামুড়াকে নয় রানে হারিয়ে মোহনপুর মূলতঃ নক আউট পর্যায়ের দৌড়ে নিজেদের আশা জিইয়ে রাখতে পেরেছে। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মোহনপুর মহকুমা দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৩ ওভার খেলে ১০৫ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়ার ইনিংস শেষ হয় ৯৬ রানে। ৩৮ ওভার খেলে। নয় রানে এক প্রকার রোমাঞ্চকর জয় পায় মোহনপুর। লো স্কোরিং ম্যাচে ব্যাটিংয়ে মোহনপুরের সাগ্নিক দাসের ৩২ রান, অগ্রজিত সরকারের ২৫ রান এবং সোনামুড়ার সিদ্ধার্থ মজুমদারের ২৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে সোনামুড়ার রাজীব সিং চারটি এবং সমর দেববর্মা তিনটি উইকেট পেলেও মোহনপুরের রাজকুমার সরকার ২১ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

## চ্যাম্পিয়ন খোয়াই, রানার্স সদর বি, দু-দলই কো: ফাইনালে

### খোয়াই - ১৫৬/৮ সদর 'বি' - ১১৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলো খোয়াই মহকুমা। বিজিত সদর বি দলও কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। তবে, গ্রুপ রানার্স হিসেবে। বুধবার 'এ' গ্রুপের সেরা হওয়ার লড়াইয়ে সদর 'বি' মহকুমার মুখোমুখি হয়েছিল খোয়াই মহকুমা। তেলিয়ামুড়া ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। তাতে খোয়াই মহকুমা ৪১ রানে পরাজিত করে সদর 'বি' মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বিজয়ী দলের শুভজিৎ কুরি এবং বিজয় দেব সকলের নজর কেড়ে নেয়। এই দিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই মহকুমা নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ কুরি ১১২ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৬, চয়ন পাল ২৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, রাজদীপ রুদ্র পাল ২১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং আয়ুষ নম দাস ৪৫ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৫ রান করে। সদর 'বি'র পক্ষে দীপ সাহা ২৭ রানে এবং অভয় দেব সিং ২৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে বিজয় দেবের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে সদর'বি' গুটিয়ে যায় ১১৫ রানে। দলের পক্ষে অভয় দেব ৪৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, অপরাজিত বৈশ্য ৬৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ২৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং অর্ণব দেববর্মা ২৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২১ রান। খোয়াই মহকুমার পক্ষে বিজয় দেব ২৪ রানে চারটি, শুভজিৎ কুরি ৩০ রানে তিনটি এবং জয়দীপ দেব ১৩ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

## বিলোনিয়াকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নকআউটে পৌঁছুলো উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা তিন ম্যাচে জয়। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বিলোনিয়াকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক উদয়পুরের। পরপর তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে উদয়পুর যথারীতি গ্রুপ ডি থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে তথা নকআউট পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের আসর। গ্রুপ লীগের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় উদয়পুর ১৭৬ রানের বড় ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করেছে। শান্তির বাজারে বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে উদয়পুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

সীমিত ৪০ ওভারে উদয়পুর চার উইকেট হারিয়ে ২৭৫ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া ৩০.৩ ওভার খেলে ৯৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী উদয়পুরের শ্রীমন দেবনাথের ১৩০ রান, বিপ্রজিত দাসের ৬৩ রান এবং রিহান আক্তারের ৩৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন ১০৫ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩০ রান সংগ্রহ করার পাশাপাশি বোলিংয়ে ২৯ রানে দুটি উইকেট তুলে নেওয়ার সৌজন্যে অর্থাৎ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি স্বরূপ প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া সায়ন বণিক দশ রানে তিনটি এবং রিহান আক্তার ২৭ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

## মার্চে রোনাল্ডিনহোদের বিরুদ্ধে খেলবেন ভারতের প্রাক্তনরা

বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিল বনাম ভারত আদৌ কখনও দেখা যাবে কি না সময়ই বলবে। তবে সব ঠিক থাকলে আগামী ৩০ মার্চ চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে দুঙ্গার কোচিংয়ে রিভাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাকা, কাফু, গিলবার্তো সিলভা-দের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাবে সুব্রত পাল, মহেশ গাউলিদের মতো সদ্যপ্রাক্তন তারকাদের! এখানেই শেষ নয়। ব্রাজিল অলস্টারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের দায়িত্বে কে? বাংলারই প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০২ সালে কোরিয়া-জাপানের বিশ্বকাপ এখনও ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে রোনাল্ডো, রিভাল্ডোদের জন্য। শেষ আটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রি-কিকে রোনাল্ডিনহোর সেই বিস্ময় গোল। ফাইনালে দুর্ধর্ষ জার্মানির বিরুদ্ধে রোনাল্ডোর জোড়া গোল। বিশ্বকাপ হাতে রিভাল্ডো ও রোনাল্ডিনহো-র সাম্বা। টেলিভিশনের পর্দায় দেখা স্বপ্নের নায়কদের ভারতের মাটিতে প্রথমবার একসঙ্গে খেলতে দেখবেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। তাঁদের মতোই উত্তেজিত স্বয়ং প্রশান্ত। ইতিমধ্যেই তিনি ফুটবলার নির্বাচনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। আনন্দবাজারকে প্রশান্ত বললেন, "ব্রাজিল অলস্টারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়ে আমি আপ্লুত। ২০০২ বিশ্বকাপ এখনও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। রোনাল্ডো, রিভাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাফুদের সেই ফুটবল কেউ ভুলতে পারবে না। সেই দলের একঝাঁক ফুটবলার ভারতে খেলতে আসছে শোনার পর থেকেই আমি উত্তেজনায় ফুটছি। একটু দুশ্চিন্তাও অবশ্য হচ্ছে।" কেন? প্রশান্তর অকপট উত্তর, "ব্রাজিল অলস্টার দলে ফুটবলারদের নামের তালিকা দেখলে যে কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। রিভাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাফুদের বয়স হয়েছে, খেলাও ছেড়ে দিয়েছে দীর্ঘ দিন। কিন্তু মাঠে নামলে এখনও ওরা ভয়ঙ্কর। তাই আমাদের অনেক ভেবেচিন্তে দল গড়তে হবে।"ভারতীয় দলে কারা থাকবেন? প্রশান্ত বললেন, "সদ্য অবসর নেওয়া ফুটবলারদেরই প্রাধান্য দিতে চাই। সবার আগে দেখতে হবে, খেলার জন্য তারা কতটা ফিট। যেমন সুব্রত পাল, মহেশ গাউলি, বেঙ্কটেশ, মেহতাব হোসেনরা অবসর নিলেও নিয়মিত খেলছে। ওরা ফিটও রয়েছে। ৭০ মিনিটের ম্যাচে মাঠে নেমে দৌড়তে পারে এ রকম ফুটবলারই দরকার আমার। যাতে কিছুটা হলেও লড়াই করতে পারি।" ভাইচুং ভুটিয়া থাকবেন না দলে? প্রশান্ত বললেন, "ভাইচুং যদি খেলতে রাজি হয়, অবশ্যই ওকে দলে রাখব। পুরোটাই নির্ভর করছে ভাইচুংয়ের উপরে।"ব্রাজিল অলস্টার দলকে কি হারানো সম্ভব? প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেললেন প্রশান্ত। বললেন, "বিশ্বফুটবলের একঝাঁক তারকার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে আমরা যেন লড়াই করতে পারি। অসহায় আত্মসমর্পণ করে লজ্জায় মুখ ঢেকে যেন মাঠ ছাড়তে না হয়।"ফুটবলার চূড়ান্ত না হলেও রোনাল্ডিনহোদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের রণকৌশল চূড়ান্ত করে ফেলেছেন প্রশান্ত। বললেন, "এক) আমাদের মাঝমাঠ ও রক্ষণ শক্তিশালী করতে হবে। মাঝমাঠে বেশি ফুটবলার রাখতে চাই, যাতে ওরা খেলার জায়গা কম পায়। দুই) আমাদের পেনাল্টি বক্সের সামনে ওদের বেশি পাস খেলতে দেওয়া চলবে না। এই কারণেই ম্যাচের আগে তিন-চার দিন চেন্নাইয়ে প্রস্তুতি নিতে চাই। আশা করছি, পরিকল্পনা অনুযায়ী খেললে কিছুটা লড়াই করতে পারবেআমাদের ছেলেরা।"

## কোহলি শতরান করে ভারতকে জেতানোর পরদিনই হেরে গেল তাঁর বেঙ্গালুরু

বিরাট কোহলি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করে ভারতকে জেতানোর পর দিনই হেরে গেল তাঁর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। মহিলাদের আইপিএলে সুপার ওভারে ইউপি ওয়ারিয়র্জের কাছে হারল বেঙ্গালুরু।প্রথমে ব্যাট করে বেঙ্গালুরু ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮০রান তোলে। জবাবে ইউপি শেষ ওভারে ১৮০ রানে অলআউট হয়ে যায়। সুপার ওভারে ইউপি ১ উইকেটে ৮ রান করে। বেঙ্গালুরু ৪ রানের বেশি করতে পারেনি।ইউপি টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেঙ্গালুরুকে বড় রানে পৌঁছে দেন এলিস পেরি এবং ড্যানি ওয়্যাট। পেরি ৫৬ বলে ৯০ রান করে অপরাজিত থাকেন। ওয়্যাট ৫৭ রান করেন। বাকিরা কোউ রান পাননি। ইউপি-র চিনেল হেনরি, দীপ্তি শর্মা ও তাহিলা ম্যাকগ্রা একটি করে উইকেট পান।রান তাড়া করতে নেমে ইউপি নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে। একটা সময়ে ১৩৪ রানে ৮ উইকেটে পড়ে গিয়েছিল তাদের। সেখান থেকে দলকে টানেন সোফি একলেসটন। তিনি ১৯ বলে ৩৩ রান করেন।তিনিই ইনিংসের শেষ বলে রান আউট হন।

## বল করার সময় ৭ কোটির ঘড়ির সঙ্গে কালো গ্লাভসও পরছেন হার্দিক, কী এই গ্লাভস?

হার্দিক পাণ্ড্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শুধু ৭ কোটির ঘড়ি পরে খেলতে নামেননি, সেই হাতে ছিল বিশেষ গ্লাভসও। কালো রঙের সেই গ্লাভসে ঢাকা ছিল হার্দিকের তালু এবং আঙুলের কিছুটা অংশ। কী এই গ্লাভস? পরে খেললে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়? বিশেষ ধরনের এই গ্লাভসটিকে এমসিপি গ্লাভস বলে। এর পুরো নাম মেটাকার্পোফ্যানেনজিয়াল গ্লাভস। আঙুল এবং তালুর হাড়কে সুরক্ষিত রাখতে এই গ্লাভস ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র বল করার সময় বাঁ হাতে এই গ্লাভস পরেন হার্দিক। ফিল্ডিং করার সময় যদিও ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী এটি খুলে রাখতে হয় তাঁকে। হার্দিক ডান হাতে বল করেন। সেই সময় বাঁ হাতে যাতে কোনও চোট না লাগে, সেই কারণেই এই ধরনের গ্লাভস ব্যবহার করেন তিনি। এমসিপি গ্লাভস সাধারণত সব ব্যাটারেরা ব্যবহার করেন। তাঁরা এটি মূল গ্লাভসের নীচে পরেন। যে কারণে সাধারণত এমসিপি গ্লাভস দর্শকদের চোখ এড়িয়ে যায়। ৭ কোটি টাকার ঘড়ির সঙ্গে তাঁর হাতে এই বিশেষ গ্লাভসও নজর কেড়েছে। যদিও ঘড়ির তুলনায় এমসিপি গ্লাভসের মূল্য সামান্যই। বাজারে ৩৫০ টাকার মধ্যে এই গ্লাভস পাওয়া সম্ভব।ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে কমলা রঙের একটি ঘড়ি পরেছিলেন হার্দিক। সেই ঘড়িটি বিদেশি বিলাসী সংস্থা রিচার্ড মিলের বিশেষ সংস্করণ। নাম 'টারবিলন রাফায়েল নাদাল স্কেলিটন ওয়াচ'। দাম ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার সমান।হার্দিক বরাবরই ঘড়ি পরতে ভালবাসেন। তাঁর দামি ঘড়ির সংগ্রহের কথা এর আগে বহু সাক্ষাৎকারে বলেওছেন হার্দিক। ঘড়ির দুনিয়ায় 'কালেক্টর্স পিস' বলে পরিচিত বহু ঘড়িই রয়েছে হার্দিকের সংগ্রহে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পরার জন্য যে ঘড়িটি বেছে নিয়েছেন, সেটির ব্যান্ড উজ্জ্বল কমলা রঙের। ধূসর রঙের বড় ডায়ালটি রেসিং কার থেকে অনুপ্রাণিত। কার্বন টিপিটি বেসপ্লেটের। যাতে আঘাত লাগলেও নষ্ট না হয়। ডায়ালের ভিতরে স্পষ্ট দৃশ্যমান গ্রেড ৫ টাইটানিয়ামে তৈরি ঘড়ির যন্ত্রপাতি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


# কর্মরত অবস্থায় মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** কর্মরত অবস্থায় মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের।বুধবার বিকেল প্রায় সোয়া ৪ টায় কর্মরত অবস্থায় মাটি চাপা পরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরো ২ জন। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে সোনামুড়া থানাধীন ইন্দুরিয়া এলাকায়। নিহত শ্রমিকের নাম মদন মজুমদার(৩৭)। বাড়ি সোনামুড়া মহকুমার নলছড়-এর কাঁঠালিয়ামুড়া এলাকায়। আহত দুই শ্রমিক সুমন দেববর্মা ও তরুণ ত্রিপুরা। তাদের বাড়ি ধলাই জেলার আমবাসার মনু এলাকায়।

সোনামুড়ার ধনপুর থেকে ইন্দুরিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে বিগত প্রায় মাসখানেক যাবৎ। রাস্তার একটি বক্স কালভার্ডের নির্মাণ কাজ করছিলেন রাস্তাটির নির্মাণ কাজে নিয়োজিত প্রায় ৭ জন শ্রমিক। বক্স কালভার্ডের পেলাসেটিং ওয়ালের কাজ করছিলেন মদন মজুমদার। তখন ওপর থেকে মাটির ধস নামে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। আহত হয় বাকি ২ জন শ্রমিক।

খবর পেয়ে কাঠালিয়া দমকল বিভাগের কর্মীরা কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় নিহতের দেহ। বাকি ২ শ্রমিক চিকিৎসার জন্য আসে ধনপুর প্রাথমিক স্ব্যাস্থ্য কেন্দ্রে। পরবর্তী সময় নিহত ব্যক্তির দেহ কাঠালিয়া থেকে ধনপুর হয়ে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কারন ঘটনাস্থল সোনামুড়া থানার অন্তর্গত। সন্ধ্যায় সোনামুড়া থানার পুলিশ তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে। আগামীকাল সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হবে নিহত শ্রমিকের ময়না তদন্ত।

# বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** বুধবার সন্ধ্যায় বিলোনীয়া - ঋষ্যমুখ সড়কের ঝড়ঝড়ি এলাকায় বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির।।মৃত ব্যক্তি বিলোনীয়া মির্জাপুর (মেচ ফ্যক্টরি) এলাকার ভানু সেন (৬৫)। তিনি পেশায় দৈনিক শ্রমিক। বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত সাতমুড়া এলাকার রাহুল মজুমদার নিজের টি আর ০৮ বি ৮৯৭৬ বাইক নিয়ে ঋষ্যমুখ থেকে বিলোনীয়া নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে ঝড়ঝড়ি এলাকায় তাকে সজোড়ে ধাক্কা দেয়।

ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ বাইক চালক রাহুল মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে।

# কৈলাসহরেও ধর্মীয় ভাবাবেগে মহা শিবরাত্রির ব্রত অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** হিন্দু ধর্মমতে, শিবরাত্রি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব বলে পরিচিত। দেশজুড়ে ধুমধাম সহকারে এই দিনে শিবের পুজো করা হয়। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি পালিত হয়। এমনিতে ১২ মাসে ১২টি শিবরাত্রি পালিত হয়। প্রতি মাসের শিবরাত্রিকে মাসিক শিবরাত্রি বলে। আর ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রি হল মহাশিবরাত্রি। কথিত রয়েছে, এদিন শিব ও পার্বতী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। একইসঙ্গে এই তিথিতে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকট হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। বুধবার হচ্ছে মহাশিবরাত্রি। ঐ উপলক্ষে বুধবার সকাল থেকে কৈলাসহর টাউন কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে শিবের মাথায় দুধ ও জল ঢেলে পূজায় ব্রতি হয়েছেন মহিলারা।

অন্যদিকে কৈলাশহর পাইতরবাজার এলাকায় অবস্থিত মহাদেব বাড়িতে বুধবার সকাল থেকে শিবের পূজায় ব্রতী হয়েছেন মহিলারা। প্রচুরসংখ্যক মহিলাদের এদিন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মহাদেব বাড়িতে। স্বামীর মঙ্গলার্থে এবং পরিবারের মঙ্গলের জন্য পূজায় ব্রতী হয়েছেন মহিলারা। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানান টাউন কালীবাড়িতে পূজা দিতে আসা পূরবী দত্ত দাস নামে এক মহিলা।

পাইতুরবাজার মহাদেব বাড়ি কমিটির সম্পাদক চন্দ্রশেখর সিনহা জানান প্রতিবছর এই দিনটি ঘটা করে পালিত হয় উক্ত মন্দির প্রাঙ্গনে, এবছরও পালিত হচ্ছে এই দিনটি পাশাপাশি সবার জন্য সেখানে প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

# আগুনে পুড়ে ছাই গৃহস্থের খড়ের মোড়ল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারী:** আগুনে পুড়ে ছাই গৃহস্থের খড়ের মোড়ল। ধারনা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই খড়ের মোড়ল। আজ দুপুর ১২টা নাগাদ মনুথানাধীন কেবল চৌধুরী খড়ের মোড়ল আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল তার বসত ঘর সহ রাবার বাগান।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে মনুথানাধীন এলাকার বাসিন্দা কেবল চৌধুরীর বসত ঘরের পাশে খড়ের মোড়ালে আগুন দেখতে পায়। চোখের পলকেই সেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে কেবল চৌধুরীর সহ তার পরিবারের লোকজন। তাদের চিৎকারে ছুটে গিয়েছেন পার্শবর্তী বাড়ি ঘরের লোকজন। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে মনু দমকলবাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা একটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। দীর্ঘক্ষন চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দমকলকর্মীর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড। তিনি আরো জানিয়েছেন সেই খড়গুলি গরুর খাদ্যের জন্য রেখেছিলেন। তার বসত ঘর এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

# ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ফুট ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার পরিদর্শন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি :** তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন আঠারোমুড়া এডিসি ভিলেজের কৃষ্ণমনি চৌধুরী রিয়াং পাড়ার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকাবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য চামলছড়ার উপর একটি ফুট ব্রিজ নির্মাণ করার। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এলাকার মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে, যাতায়াতের সুবিধার্থে একটি ফুট ব্রিজ নির্মাণ কাজ বরাদ্দ হয় ।আজ নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাই করার জন্য মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ওই এলাকায় পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, এই ব্রিজ নির্মাণ কাজ এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফুট ব্রিজ নির্মাণ কাজটি সমাপ্তি হবে। মন্ত্রী আশাবাদী যে এই প্রকল্পটি এলাকার মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

এলাকাবাসী ফুট ব্রিজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

# ঋষ্যমুখ মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ফেব্রুয়ারি:** রক্ত দান মহৎ দান, পৃথিবীতে অনেক কিছু তৈরী করাব কারখানা আছে, কিন্তু রক্ত তৈরীর কোন কারখানা পৃথিবীতে কোন মেডিকেল সাইন্স করতে পারেনি। রক্তের ঘাটতি একমাত্র দানের মাধ্যমে পুরন করা হয়। সে কারনে রক্তদান কে মহৎ দান বলা হয়। রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে বিভিন্ন মূমুর্ষ রোগীর রক্তের প্রয়োজনীয়তা পূরন করা যাবে। রক্তদান শিবিরে আলোচনা রাখতে গিয়ে যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি রক্তদানের মতো মহৎ কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা তুলে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঋষ্যমুখ মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত হয় রক্ত দান শিবির বুধবার বেলা সাড়ে বারোটায় ঋষ্যমুখ মন্ডলের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর নাট মন্দিরে আয়োজিত হুম রক্তদান শিবিরের সুচনা করেন যুব প্রদেশ মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব। ছিলেন দক্ষিণ জেলার বিজেপি সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিন জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি, নকুল পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর শুরু হয় নেতৃত্বদের আলোচনা। আলোচনা শেষে শুরু হয় রক্তদান শিবির,উপস্থিত নেতৃত্বরা রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন, এই দিনের রক্তদান শিবিরে মোট পনের জন রক্ত দাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে বলে জানান সংগঠনের পক্ষ থেকে।

# বিনামূল্যে চশমা প্রদান

**বিশ্রামগঞ্জ।।** সিপাহীজলা জেলার বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পুটিয়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে আজ (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) এক চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অপটোমেট্রিস্ট নিবেদিতা নিয়োগী মোট ৪৩ জন এলাকার বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদেরকে চক্ষু পরীক্ষা করেন। মিশন দৃষ্টির অধীনে সবাইকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এদিন মোট সাতজনের চোখের ছানিও শনাক্ত করা হয়। তাদের চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা হয়।

# প্রয়াগরাজ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে মহুয়া মাজি ভর্তি হাসপাতালে

**লাতেহার, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার রাজ্যসভার সাংসদ মহুয়া মাজি। ঝাড়খণ্ডের লাতেহারের কাছে মহুয়ার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মহুয়াকে রাঁচির অর্কিড মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে।বুধবার সকালে মহুয়া মাজির ছেলে সোমবিত মাজি বলেছেন 'আমরা প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ থেকে ফিরছিলাম, সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে। আমার মা (মহুয়া মাজি) এবং স্ত্রী পিছনের আসনে ছিলেন। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম ভোররাত তখন ৩.৪৫ মিনিট হবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং গাড়িটি কোথাও ধাক্কা মারে। গাড়ির ভিতরে ধোঁয়া ছিল এবং আমরা বাইরে আসার চেষ্টা করি। আমি আমার মাকে গাড়ি থেকে বের করে আনি, তাঁর কব্জি ভেঙে গেছে এবং তাঁর হাত থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তিনি আমাদের বলেছেন, তাঁর বুকে এবং হাতে প্রচুর ব্যথা লেগেছে। আমরা তাকে লাতেহারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করি। এরপরে, আমরা তাঁকে রাঁচিতে নিয়ে যাই। চিকিৎসকরা বলছেন, তাঁর বাম হাত ভেঙে গেছে এবং তার পাঁজর হালকাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর হাতে অস্ত্রোপচার করতে হবে।'

# রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু যুবকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারী:** ফের রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। আজ সকালে মুঙ্গিয়াকামী রেল স্টেশন চত্বরে ওই ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা রেলস্টেশন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে জিআরপি। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে গিয়েছে, আজ সকালে তেলিয়ামুড়া রেল লাইনে রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। সাথে সাথে তারা খবর দিয়েছেন জিআরপিকে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি আমবাসার বাসিন্দা বিপ্লব কুমার রায়। ঘরের অশান্তি এবং কলহের জেরেই সে আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছে। গোটা ঘটনা পুলিশী তদন্ত চলছে

# বক্সনগর ও চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারী :** আজ বক্সনগর সমর স্মৃতি মিলনায়তনে বক্সনগর বাজার ও চৌমুহনী বাজার ব্যাবসায়ী সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন স্বপ্না নম, বিশিষ্ট সমাজ সেবক অনিল চন্দ্র দাস, বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুভাষ চন্দ্র সাহা, বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ ডক্টর শ্যাম দেববমা, কলমচৌড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্যাম সুন্দর রিয়াং, বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বুল্টি সরকার এবং ব্যাবসায়ী সমিতির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র দেব সহ অন্যান্যরা।

সম্মেলনে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন ব্যাবসায়ীদের সার্বিক উন্নয়ন কামনা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাদের উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার কথা উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত ব্যবস্থার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, "এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার জন্য ব্যাবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং তাদেরকে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে।এদিনের সম্মেলনে বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন এবং সমাজ সেবক অনিল চন্দ্র দাসকে সম্মাননা প্রদান করা হয় ব্যাবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে, যা অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়।

# বিলথৈ,পশ্চিম পানিসাগর ও মাকুমছড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড শংসাপত্র অর্জন

**আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।।** জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান বজায় রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড(এনকিউএএস)পরিমাপ বা মূল্যায়ন করা হয়। জেলা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির(উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র) এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড(এনকিউএএস) পরিমাপ বা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। চূড়ান্ত স্তরের মূল্যায়নে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র যদি ৭০ শতাংশের বেশি স্কোর করে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় মানদন্ড পূরণ করে, তবে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড (এন কিউ এ এস) শংসাপত্র লাভ করে। এমনই ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড (এন কিউ এ এস) এর শংসাপত্র লাভ করেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের অধীন বিলথৈ ও পশ্চিম পানিসাগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র) এবং লালজুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন মাকুমছড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র)। উল্লেখ্য বিলথৈ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র)টি ২০১২ সালে ও ওয়েস্ট পানিসাগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র)টি ২০১২ সালে এবং মাকুমছড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র)টি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এই তিনটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র)এর স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুণমান মূল্যায়নে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্প্রতি এই ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড(এন কিউ এ এস) শংসাপত্র প্রদান করে। বিলথৈ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র) এর স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার রূপালী নাথ, এমপিডব্লিউ তপন নাথ ও ওয়েস্ট পানিসাগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র) এর স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার সোমা দাস, এমপিডব্লিও অনন্তচন্দ্র নাথ এবং মাকুমছড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র) এর স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার সুনীল দেববর্মা, এমপিডব্লিও রাহুল দেব। সম্প্রতি উক্ত তিনটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র)-এ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এক পরিদর্শন দল পরিদর্শন করে গেছেন। এই তিনটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র)ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড (এন কিউ এ এস) এর শংসাপত্র অর্জন করায় পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিতসক ডাঃ দীপঙ্কর ভূষণ দেববর্মা এবং কর্মরত সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

# পদ্মিনীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে টি থ্রি ক্যাম্প

**বিশ্রামগঞ্জ।।** শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং প্রজননক্ষম বয়সের মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার প্রকোপ কমাতে অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত অভিযান কর্মসূচির অধীনে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিস্থানগুলিতে 'টেস্ট-ট্রিট-টক'(টিথ্রি) ক্যাম্পের আয়োজন করা হচ্ছে। সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত তকসা পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে পদ্মিনীনগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ স্থানীয় পদ্মিনীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে এক 'টেস্ট-ট্রিট-টক'(টিথ্রি) ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে তকসা পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ অরুণ দেববর্মার তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যকর্মীরা মোট ৩০ জন ছাত্রছাত্রীদের রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা পরিমাপ করেন এবং যাদের রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ১১ এর নিচে তাদের বিনামূল্যে আয়রন ট্যাবলেট প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন ডাঃ দেববর্মা রক্তাল্পতা প্রতিরোধে আয়রন ট্যাবলেট সেবন ও আয়রন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করার পরামর্শও প্রদান করেন। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সঠিক উত্তর দাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পদ্মিনীনগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, এমপিএস মিলন দেববর্মা, এমপিডব্লিও আশিস দেববর্মা সহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

# বোর্ড পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে জাতীয় সড়ক অবরোধের তীব্র নিন্দা জানালো আমরা বাঙালি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** রাজ্যে বোর্ড পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রাক্তন জঙ্গিদের জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে 'আমরা বাঙালী' সংগঠন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি, বড়মুড়া পাহাড়ের পাদদেশে আত্মসমর্পনকারী ত্রিপুরা ইউনাইটেড ইন্ডিজেনাস রিটার্নিস পিপ্লস কাউন্সিলের প্রাক্তন বৈরীরা ২১ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে একটানা ৭ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এর ফলে শিক্ষক, পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড দুর্ভোগ। অবরোধের পর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর তারা রাস্তা মুক্ত করেন, তবে দাবী পূর্ণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের আইপিএফটি'র একটানা ১১ দিনের জাতীয় সড়ক অবরোধের স্মৃতি রাজ্যবাসীর কাছে এখনও তাজা। সেই সময়ের দুর্ভোগ এখনও ভুলতে পারেননি রাজ্যবাসী। 'আমরা বাঙালী' সংগঠন অতীতের বাঙালী বিদ্বেষী সেংক্রাক পার্টির ৮০ জুনের গণহত্যার স্মৃতি, এডিসির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বাঙালীদের বিতাড়ন, অপহরণ, খুন, ধর্ষণসহ নানা অপরাধের কথা উল্লেখ করে এদিনের বিক্ষোভের নিন্দা জানায়। সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় যে, ৮০ জুনের গণহত্যা সহ পরবর্তী সব গণহত্যার জন্য দোষীদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক। তারা আরও দাবি করে, ৮০ জুন ও তৎপরবর্তী গণহত্যায় নিহত-আহত-ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা দিয়ে পুনর্বাসন করা হোক।

ত্রিপুরার প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি দেওয়ার দাবি জানানো হয় 'আমরা বাঙালী' সংগঠনের পক্ষ থেকে। তারা মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ করে ত্রিপুরাতে বাঙালীদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও দাবি তোলে।

এছাড়া, সংগঠনটি রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অভিযোগ করে যে, ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে উগ্রবাদীদের প্রতি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, যা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের বাড়বাড়ন্তে সহায়ক হচ্ছে।

# মুঙ্গিয়াবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মেন্সট্রুয়াল হাইজিন বিষয়ক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি

**তেলিয়ামুড়া।।** বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে এলাকার মুঙ্গিয়াবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তাতে মোট ৫০ জন বিদ্যালয়ের ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এদিন এই কর্মসূচিতে মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের চিকিৎসক ডাঃ দীপ্রিয়া দেববর্মা এবং চিকিৎসক ডাঃ দেবলীনা নাথ উপস্থিত ছাত্রীদের মধ্যে ঋতুচক্রের দিনগুলিতে তাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, শাকসব্জি, ফলমূল, আয়রন ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। এর পাশাপাশি এদিন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের অধীনে ৪"ডি" শনাক্তকরণের জন্য বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

এছাড়াও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট ভাস্কর দে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas